ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক
প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য

প্রফেসর ডা. মোঃ মতিয়ার রহমান
F.R.C.S (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান, সার্জারী বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭, ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭
E-mail: qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For online order: www. shop.qrfbd.org

প্রকাশকাল
প্রথম মুদ্রণ : আগষ্ট ১৯৯৭
দশম সংস্করণ : জুলাই ২০১৮

কম্পিউটার কম্পোজ
QRF

মূল্য: ৬৪ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মিডিয়া প্লাস
২৬২/এফ, এলিফ্যান্ট রোড,
কাটাবন ঢাল, ঢাকা- ১২০৫
মোবাইল: ০১৭১৪৮১৫১০০

ক্রম.	সূচীপত্র	পৃষ্ঠা
১.	আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ	০৪
২.	চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	০৫
৩.	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	০৯
৪.	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা	২১
৫.	মূল বিষয়	২২
৬.	ইসলামে অপবিত্রতার শ্রেণী বিভাগ	২৩
৭.	ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্কের বিষয়ে প্রচলিত ধারণা	২৪
৮.	ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্কের বিষয়ে Common sense	২৫
৯.	ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়	২৮
১০.	কুরআনে উপস্থিত ওজু ও গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক বিষয়ক তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্ব শর্ত	২৮
১১.	ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্কের বিষয়ে আল কুরআন	৩০
১২.	ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্কের বিষয়ে হাদীস	৩৭
১৩.	অমুসলিমদের কুরআন পড়তে পারা বা পড়তে দেয়ার বিষয়ে ইসলাম	৪৬
১৪.	ওজুসহ কুরআন ধরে পড়ার নেকী এবং ওজু না থাকায় কুরআন ধরে পড়া থেকে বিরত থাকার গুনাহর মাত্রা	৫৩
১৫.	ফরজ গোসল অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা বা পড়ার গুনাহর মাত্রা	৫৩
১৬.	অপবিত্র অবস্থায় কুরআন ধরা বা পড়ার ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৫৪
১৭.	শেষ কথা	৫৫

সারসংক্ষেপ

মু’মিনের ১নং কাজ (সবচেয়ে বড় ফরজ) হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা। আর শয়তানের ১নং কাজ (মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় গুনাহর কাজ) হলো কুরআনের জ্ঞান থেকে মু’মিনকে দূরে রাখা। যে কোনো সত্তা তার ১নং কাজে সফল হওয়ার জন্যে সর্বাধিক চেষ্টা-সাধনা করবে এটা স্বাভাবিক। তাই, শয়তান তার ১নং কাজে সফল হওয়ার জন্যে সব থেকে বেশি চেষ্টা-সাধনা করবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, ১নং কাজটিতে তার (শয়তানের) সফলতার মাত্রা দেখে।

‘ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা (ধরা) যাবেনা (গুনাহ)’ কথাটি বর্তমান মুসলিম সমাজে ব্যপকভাবে চালু আছে। হাফেজ ছাড়া বাকি সব মুসলিমের কুরআনের অল্পই মুখস্থ থাকে। আবার বেশির ভাগ মুসলিমের তাদের জাগ্রত জীবনের অধিকাংশ সময় ওজু থাকে না। তাই ‘ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবেনা’ কথাটি অধিকাংশ মুসলিমের জাগ্রত জীবনের অধিকাংশ সময় কুরআন ধরে পড়া তথা কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে এক বিরাট বাধা। কথাটি চালু না থাকলে সকল মুসলিমের পকেটে বা ব্যাগে কুরআন থাকতো এবং বাসায়, অফিসে বা পথে-ঘাটের যে কোনো অবসর সময়ে তা পড়তে কোনো অসুবিধা হতো না। ফলে তাদের কুরআন পড়ার সময় অনেক বেড়ে যেত। তাই, এটি মুসলিমদের মধ্যে কুরআনের জ্ঞানী লোক কম থাকার একটি প্রধান কারণ। প্রচলিত এ কথাটির বিপক্ষে বা পক্ষে কুরআন, হাদীস ও Common sense এর কী কী তথ্য আছে তা বইটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। পুস্তিকাটি মুসলিমদের কুরআন পড়ার সময়কে অনেক বাড়িয়ে দিয়ে শয়তানের ১ নম্বর কাজকে ব্যর্থ করে দিতে ব্যাপক সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিলো। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড় বড় বই পড়ে বড় চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবখানি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মাজীদ পড়ে ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্যে যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম

ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ
اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, তা যারা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরেনা, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেননা (তাদের ছোটখাট গুনাহও মাফ করবেননা), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থ কিছু পাওয়া। ছোট ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড় ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড় কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন- তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোট ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করেনা বা মানুষকে জানায়না, তারা যেনো তাদের পেট আগুন দিয়ে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবেনা। অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবেনা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেননা। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতখানি আমার মনে পড়লো-

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى
لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

অনুবাদ: এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেনো কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ ।

(আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে) এড়ানোর (overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা (না বলা) অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দূরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন- মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবেনা (বলা বন্ধ করবেনা) বা ঘুরিয়ে বলবেনা।

কুরআনের অন্য জায়গায় (আল-গাশিয়াহ/৮৮ : ২২, আন-নিসা/ ৪ : ৮০) আল্লাহ রাসূল (সা.)কে বলেছেন- পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবেনা। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবেনা, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখনিতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলোনা। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (সিহাহ সিত্তার প্রায় সব হাদীসসহ আরো অনেক

হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বইটি লেখা আরম্ভ করি ১০. ০৪. ১৯৯৯ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআনিআ (কুরআন নিয়ে আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেনো এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেনো আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান
১০. ০৪. ১৯৯৯

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক।

ক. আল কুরআন

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বিষয় ও কিছু আনুসঙ্গিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেনো ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়), অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) এবং কিছু অমৌলিক বিষয়।

এটা আল্লাহ এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেনো তাদের জীবন পরিচালনার মূল বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিলো যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর পর আর কোনো নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ

তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো, সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন-'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা।'

(গোলাম আহমাদ বাররী, তারীখে তাফসীর, পৃষ্ঠা- ১৩৮)

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেনো অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই।

বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ (হাদীস)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রাসূল (সা.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দ্বারা যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায় তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয়না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। কখনও বিরোধী হবেনা। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন সূরা আল হাক্কাহ এর ৪৪-৪৭ নং আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ

অনুবাদ: আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই

আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অত:পর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অত:পর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতে।

(আল হাক্কাহ/৬৯: ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। কিন্তু তা মূল বিষয়ের বিরোধী নয়। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে যেয়ে রাসূল (সা.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসকে যেন দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করেনা দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে ‘Common sense-এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন’ নামক পুস্তিকাটিতে। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি দিক সম্পর্কিত বাস্তবতা, কুরআন ও হাদীসের কিছু তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো। তথ্যগুলো পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের জানা ও মানা দরকার।

বাস্তবতা

মানুষের জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের জন্য কোনটি উপকারী (সঠিক) এবং কোনটি ক্ষতিকর (ভুল বা রোগসৃষ্টিকারী) তা পার্থক্য করতে পারা এবং উপকারী জিনিস শরীরে ঢুকতে দেয়া ও ক্ষতিকর জিনিস ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের মহাকল্যাণকর এক দারোয়ান আল্লাহ সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। মানুষের জীবন শান্তিময় হওয়ার জন্য সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও ভুল জ্ঞান ঢোকা প্রতিরোধ করতে পারার বিষয়টিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নামের মহাকল্যাণকর এক **দারোয়ান** সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই

সহজে বলা যায়, সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও ভুল জ্ঞান ঢোকা প্রতিরোধ করতে পারার জন্য কোনো একটি ব্যবস্থা তথা **দারোয়ান** জন্মগতভাবে সকল মানুষকে মহান আল্লাহর দেয়ার কথা। বাস্তবে আল্লাহ তা'য়ালা সকল মানুষকে তা দিয়েছেন। সে দারোয়ান হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

কুরআন

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۙ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۙ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ
زَكّٰىهَا ۙ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ؕ

অনুবাদ: কসম মনের (অন্তর/Mind) এবং তাঁর যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অত:পর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক), (পার্থক্য করার শক্তি)। অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে) অবদমিত করবে।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭, ৮)

ব্যাখ্যা: ভুল ও সঠিক পার্থক্য করার শক্তি হলো 'জ্ঞানের শক্তি'। মহান আল্লাহ মানুষকে জন্মগতভাবে দু'টি শক্তি দিয়েছেন-জীবনী শক্তি ও জ্ঞানের শক্তি। জীবনী শক্তি দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ফুঁক', যা তিনি জানিয়েছেন সূরা হিজরের ২৯ নং আয়াতে-

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ

অনুবাদ: যখন আমি তাকে বিন্যস্ত করবো এবং আমার রূহ থেকে কিছু তাকে ফুঁকে দেবো তখন তোমরা তাঁর প্রতি সিজদাবনত হবে।

(হিজর/১৫: ২৯)

অন্যদিকে মানুষকে জ্ঞানের শক্তি দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ইলহাম'। যা তিনি জানিয়েছেন সূরা শামসের ৭ ও ৮ নং আয়াতের মধ্যে।

তাই, সূরা শামসের ৮নং আয়াতখানিতে মহান আল্লাহ বলেছেন- তিনি জন্মগত-ভাবে 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞানের শক্তি দিয়েছেন। জন্মগতভাবে লাভ করা এই জ্ঞানের শক্তিকে বোধশক্তি, বিবেক, Common sense, আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান বা **عقل** বলে। এ কথাটি যে সত্য, তা আমরা সকলেই অনুভব করি।

অন্যদিকে, সূরা শামসের ৯ ও ১০ নং আয়াত থেকে জানা যায় জন্মগতভাবে লাভ করা এই শক্তিটি উৎকর্ষিত বা অবদমিত হতে পারে। তাই Common sense এর তথ্য সঠিক ও ভুল উভয়টি হতে পারে। তাই Common sense এর তথ্য অপ্রমাণিত (সাধারণ)।

হাদীস

হাদীস-১

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلاَمُ لِوَابِصَةَ جِئْتَ تَسْاَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاِثْمِ. قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ. وَ قَالَ اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاَثًا. اَلْبِرُّ مَا اطْمَاَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَاَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অনুবাদ: রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.)কে বললেন- তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো- হ্যাঁ। অত:পর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত ছদরে মারলেন এবং বললেন-তোমার মন ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন- যে বিষয়ে তোমার মন ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী। আর পাপ হলো তা, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।
(মুসনাদে আহমদ, ওয়াবেসা (রা.)-এর হাদীস পরিচ্ছেদ, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন ২০০১, হাদীস নং ১৮০০৬)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিসহ অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি শক্তি আছে যা বুঝতে পারে কোনোটি সঠিক ও কোনোটি ভুল। মানুষের মনের ঐ শক্তিকে বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান বলে।

হাদীসখানির শেষে ‘যদিও মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়’ কথাটির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেয়া যাব না। সে ব্যক্তি যত বড় মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন।

হাদীস-২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ البَهِيمَةِ تُنْتَجُ البَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ.

অনুবাদ: হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। অত:পর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী বা নাসারা অথবা অগ্নি উপাসক বানায়। যেমন চতুস্পদ জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে (জন্মগত) কানকাটা দেখেছো?
(সহীহ বুখারী, জানাযা অধ্যায়, মুশরীকদের সন্তানদের ব্যাপারে বক্তব্য পরিচ্ছেদ, মাকতাবাতুস সাফা, কায়রো, মিশর, ২০১৩, হাদীস নং ১৩৮৫, পৃষ্ঠা নং ১৬৭)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিসহ আরো হাদীস থেকে জানা যায়, মা-বাবা তথা শিক্ষা ও পরিবেশ মানব শিশুকে ইসলামী প্রকৃতি থেকে সরিয়ে ইহুদী, ঈসায়ী বা মজুসী তথা অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী বানিয়ে দেয়। অর্থাৎ শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense অবদমিত বা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই সে অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী হয়ে যায়।

তাই, কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেই জানি-পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা Common sense পরিবর্তিত হয়। আর তাই Common sense বিরোধী কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে কুরআন ও প্রয়োজন হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। আবার Common sense সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগে কুরআন ও প্রয়োজন হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করার গুরুত্ব কি পরিমাণ তা মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

তথ্য - ১

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা: যারা Common sense -কে যথাযথভাবে কাজে লাগায় না তাদেরকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো- একটি হিংস্র জীব ২-৪ জনের বেশী মানুষের ক্ষতি করতে পারেনা। মানুষ সেটিকে মেরে ফেলে। কিন্তু Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো একজন মানুষ (Non-sense মানুষ) লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষতি করতে পারে।

তথ্য - ২

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ: আর যারা Common sense কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন (ভুল চেপে বসে)।

(ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করে তবে আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী তাদের ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য - ৩

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অনুবাদ: তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা Common sense-এর) অধিকারী হতে পারতো যার মাধ্যমে (কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতে পারতো যা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর সঠিকভাবে বুঝার মতো) শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির প্রথম অংশে বলা হয়েছে- মানুষ দেশ ভ্রমণ করলে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বুঝার মতো Common sense এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারে। এর কারণ হলো- পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় বা উদাহরণ জেনে বা দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense-এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে সহজে বুঝতে পারে।

আয়াতখানির দ্বিতীয় অংশে মহান আল্লাহ প্রথম অংশে বলা বিষয়টি ঘটার কারণ বলে দিয়েছেন। সে কারণ হলো- মানুষের মন তথা মনে থাকা Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারেনা। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে- What mind does not know eye will not see.

তাই. আয়াতখানি থেকে জানা যায়- মানুষের মনে থাকা Common sense- এ একটি বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াতের সঠিক তাৎপর্য (অর্থ ও ব্যাখ্যা) মানুষ বুঝতে পারেনা।

তথ্য - ৪

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

অনুবাদ: তারা আরো বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। কারণ, Common sense কে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে যথাযথভাবে ব্যবহার করলে তারা জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে পারতো। আর সহজেই বুঝতে পারতো যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর সকল কথা Common sense সম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারতো এবং তাদের দোযখে যেতে হতো না। আয়াতখানি থেকে তাই বুঝা যায়, কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা জাহান্নামে যাওয়ার একটা কারণ হবে।

তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি সাধারণ (অপ্রমাণিত) উৎস হিসেবে নেয়া হয়েছে। তবে Common sense ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে-

ক. Common sense বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা অধঃপতিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে Common sense উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-সুন্নাহর কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয়না

গ. মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী কুরআন এর কোনো বক্তব্য যদি বুঝা না যায় তবুও তাকে সত্য বলে নি:সন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোনো কোনো আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে নাও আসতে পারে। আর এ কারণেই আল্লাহ Common sense এর ব্যবহার এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করাকে কোনো বিশেষ কালের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করে দেননি। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি-

১. অল্প সময়ে রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (সা.) মে'রাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন- দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (VIDEO recording) এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'কাজ দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব ছিলো না। তাই পুরাতন তাফসীরগুলোতে এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা (রেকর্ডিং কর্মচারী) দিয়ে ভিডিও রেকর্ডের মত রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্ক (Computer disk) বা তার চেয়েও উন্নত কোনো পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রাখছেন। শেষ বিচারের দিন এ রেকর্ড তথ্য-প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের মোফাসসিরগণের পক্ষে তার সঠিক তাফসীর করা সম্ভব হয়নি। আর এর কারণ হলো বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তর পর্যন্ত না পৌঁছানো। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া এবং উৎকর্ষিত হওয়ার কারণে পরের যুগের যোগ্য মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহ অধিক ভালো বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারার বিষয়টি রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

হাদীস-১

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ
قَالَ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ
الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ... ...

অনুবাদ: আবু বাকরা (রা) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরবানির দিন আমাদের উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে বললেন- সাবধান! আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছায়েছি (রিসালাতের বাণী)? তারা (সাহাবীগণ) বললেন, হ্যাঁ। (অত:পর) তিনি বললেন- হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। অত:পর উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ বক্তব্য পৌঁছে দেয়। কেননা, উপস্থাপনকারী অপেক্ষা শ্রোতা অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে ....

(সহীহ বুখারী, হাজ্ব অধ্যায়, মিনা দিবসে বক্তব্য পরিচ্ছেদ, মাকতাবাতুস সাফা, কায়রো, মিশর, ২০১৩, হাদীস নং ১৭৪১, পৃষ্ঠা নং ২০৮)

হাদীস-২

عَنْ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
يَقُوْلُ نَضَّرَ اللهُ إِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَبَلَّغَهُ غَيْرَهُ. فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ
إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ.

অনুবাদ: যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ সদা প্রফুল্ল ও সুখী রাখুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করার পর অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দেয়। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়।

(বায়হাকী, শোয়া'বুল ঈমান, জ্ঞান প্রচার অধ্যায়, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন, ২০০৪, খণ্ড- ০২, হাদিস নং-১৭৩৬, পৃষ্ঠা নং ৭৪৬)

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয়না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি উপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। তাহলে দেখা যায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense এর ন্যায় বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের কোনো তত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ
اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ.

অনুবাদ: শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা: দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো- প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে যা বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবীকোনোক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক বা কুরআন ও সুন্নাহ-এ উল্লেখ নেই এমন বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর অন্য তথ্য এবং Common sense– এর আলোকে ইসলামের যে কোনো যুগের একজন জ্ঞানী ব্যক্তির গবেষণার ফলকে **‘কিয়াস’** বলে। আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া অথবা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে **‘ইজমা’** (Concensus) বলে। তাই সহজে বুঝা যায়- কিয়াস বা ইজমা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস নয়। কিয়াস ও ইজমা হলো আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি (কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense) ব্যবহার করে একটি বিষয়ে যে কোনো যুগের জ্ঞানী ব্যক্তির একক বা সামষ্টিক গবেষণার ফল। গবেষণার ফল কখনো উৎস হতে পারেনা। গবেষণার ফল হবে সূত্র বা রিফারেন্স। তাই কিয়াস ও ইজমা উৎস হবেনা। কিয়াস ও ইজমা হবে সূত্র বা রিফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যে কোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াস করার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের নীতিমালাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং এবং সূরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরো আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রাসূল (সা.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **‘নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন, সুন্নাহ ও** Common sense **ব্যবহারের নীতিমালা’** নামক বইটিতে। তবে নীতিমালাটির সংক্ষিপ্ত চলমান চিত্র এখানে উপস্থাপন করা হলো-

যেকোনো বিষয়ে

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান) এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক** সিদ্ধান্ত নেয়া

↓

কুরআন (আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দ্বারা যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (আল্লাহ প্রদত্ত কুরআনের ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দ্বারা যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত** হিসেবে গ্রহণ করা

↓

অতপর বিষয়টিতে মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** উপস্থিত থাকলে তা দ্বারা **চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে** যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা যেতে পারে

মূল বিষয়

মু’মিনের ১নং কাজ হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা। আর শয়তানের ১নং কাজ হলো কুরআনের জ্ঞান থেকে মু’মিনকে দূরে রাখা। অর্থাৎ সকল মু’মিনের জন্যে সবচেয়ে বড় ফরজ আমল হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা এবং সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা। বিষয়টা নিয়ে আলোচনা আছে মু’মিনের ১নং কাজ এবং শয়তানের ১নং কাজ নামক বইটিতে।

যে কোনো সত্তা তার ১নং কাজে সফল হওয়ার জন্যে সর্বাধিক চেষ্টা-সাধনা করবে, এটা স্বাভাবিক। তাই শয়তান তার ১নং কাজে সফল হওয়ার জন্যে সব থেকে বেশি চেষ্টা-সাধনা করবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, ১নং কাজটিতে শয়তানের সফলতা দেখে। অনিষ্ঠাবান মুসলিমদের কথা দূরে থাক, আজ পৃথিবীর অধিকাংশ নিষ্ঠাবান মুসলিমেরও কুরআনের প্রয়োজনীয় পরিমাণ জ্ঞান নেই। আরো অবাক লাগে যে সকল কথার মাধ্যমে শয়তান মুসলিমদের কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রেখেছে বা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার পথে ব্যাপক বাধার সৃষ্টি করেছে, সেগুলোর ধরন দেখে। ঐ কথাগুলো যে অযৌক্তিক বা ধোঁকাবাজি, তা Common sense এর আলোকেও বুঝা সহজ। তারপরেও একটি জাতির অধিকাংশ লোক কিভাবে তা মেনে নিলো, এটা ভেবে আমি অবাক হয়েছি।

বর্তমান মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি কথা হলো-অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়া ও স্পর্শ করা সম্বন্ধে মুসলিম সমাজে চালু কথা হচ্ছে-

১. ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা যাবেনা
২. গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া বা স্পর্শ করা উভয়টি নিষেধ।

হাফেজ ছাড়া বাকি সব মুসলিমের কুরআনের অল্পই মুখস্থ থাকে। আবার বেশির ভাগ মুসলিমের তাদের জাগ্রত জীবনের অধিকাংশ সময় ওজু থাকে না। তাই ‘ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবেনা’ কথাটি অধিকাংশ মুসলিমের জাগ্রত জীবনের অধিকাংশ সময় কুরআন ধরে পড়া তথা কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে এক বিরাট বাধা। কথাটি যদি চালু না থাকত, তবে সকল মুসলিমের পকেটে বা ব্যাগে কুরআন থাকতো এবং বাসায়, অফিসে বা পথে-ঘাটের যে কোনো অবসর সময়ে তা পড়তে কোনো অসুবিধা হতো না। ফলে তাদের কুরআন পড়ার সময় অনেক বেড়ে যেত। তাই কথাটি মুসলিমদের কুরআন পড়ার সময় অনেক কমিয়ে দিয়েছে। আর তাই, এটি মুসলিমদের মধ্যে কুরআনের জ্ঞানী লোক কমে যাওয়ার একটি প্রধান কারণ।

কথাটি যদি কুরআন-হাদীস সম্মত না হয়ে থাকে তবে তা উচ্ছেদ করা গেলে ইসলাম তথা মুসলিমদের অপরিসীম কল্যাণ হবে। তাই, কথাটির বিপক্ষে বা পক্ষে কুরআন, হাদীস ও Common sense এর কী কী তথ্য আছে তা পর্যালোচনা করে জাতির সামনে উপস্থিত করাই এ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

ইসলামে অপবিত্রতার শ্রেণী বিভাগ

ইসলামী জীবন বিধানে অপবিত্রতার শ্রেণী বিভাগের চিত্ররূপটি হল-

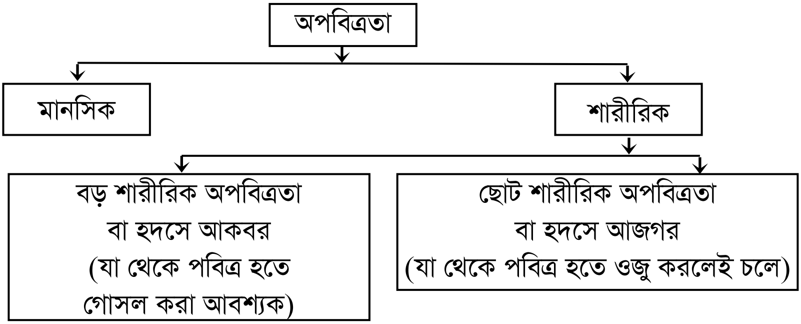
অপবিত্রতা
মানসিক
শারীরিক
বড় শারীরিক অপবিত্রতা বা হদসে আকবর (যা থেকে পবিত্র হতে গোসল করা আবশ্যক)
ছোট শারীরিক অপবিত্রতা বা হদসে আজগর (যা থেকে পবিত্র হতে ওজু করলেই চলে)

এবার চলুন বিভিন্ন ধরনের অপবিত্রতা এবং পবিত্রতা সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত জানা যাক-

মানসিক অপবিত্রতা

ইসলামী জীবন বিধানে ঐ সব ব্যক্তিকে মানসিক দিক দিয়ে অপবিত্র বলে যারা আক্বিদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে শিরকে নিমজ্জিত এবং যারা কুরআনের যে কোনো একটি বক্তব্যকেও মনের দিক দিয়ে অবিশ্বাস বা ঘৃণা করে। ইসলামী পরিভাষায় এদের মুশরিক ও কাফের বলা হয়। এই ধরনের ব্যক্তিরা গোসল করলেও মানসিক দিক দিয়ে পবিত্র হবেনা। কারণ, গোসল হচ্ছে শারীরিক অপবিত্রতা দূর করার উপায়।

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহের সকল বক্তব্যকে মন দিয়ে বিশ্বাস ও ভক্তি করে, সে মানসিক দিক দিয়ে পবিত্র। কিন্তু প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়ার আগ পর্যন্ত এটা আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে বুঝার উপায় নেই। তাই ইসলামী জীবন বিধানে মনের দিক দিয়ে পবিত্র ব্যক্তি, যখন মুখে কালেমা তাইয়্যেবার ঘোষণা দেয়, তখনই শুধু তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে (Formally) মু’মিন বা ঈমানদার হিসেবে ধরা হয়। আর সে যখন নিষ্ঠার সর্বনিম্ন স্তরে থেকে কালেমার সকল দাবি, নিষ্ঠার সর্বনিম্ন স্তরে থেকে পূরণ করে জীবন পরিচালনা করে তখন তাকে মুসলিম বলা হয়। এরকম ব্যক্তিরা শারীরিক দিক দিয়ে অপবিত্র হলেও মানসিক দিক দিয়ে পবিত্র বা ঈমানদার থাকে।

আবার কোনো ব্যক্তির অবস্থা যদি এমন হয় যে, সে মুখে কালেমা তাইয়্যেবার ঘোষণা দিয়েছে এবং প্রকাশ্যে মানুষকে দেখানোর জন্য ইসলামের কিছু কাজও (আমল) করে কিন্তু মনের দিক দিয়ে সে ঈমান আনতে পারেনি, তবে সে মানসিক দিক দিয়ে অপবিত্র রয়েই যাবে। এই ধরনের ব্যক্তিকে ইসলামী জীবন বিধানে মুনাফেক বলা হয়। কুরআন বলছে, কিয়ামতে এদের স্থান হবে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে।

শারীরিক অপবিত্রতা

ক. বড় ধরনের শারীরিক অপবিত্রতা

ইসলামী জীবন বিধান অনুযায়ী দু'ভাবে এ ধরনের অপবিত্রতা অর্জিত হয়-

১. যৌন মিলনের পর বা বীর্যপাতের পর

২. মেয়েদের মাসিক বা প্রসূতি স্রাব চলা অবস্থায়।

এ ধরনের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্যে গোসল করা প্রয়োজন।

খ. ছোট ধরনের শারীরিক অপবিত্রতা

অনেক কারণেই শরীর এরকম অপবিত্র হয়। তবে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংঘটিত হওয়া বিষয় হচ্ছে প্রস্রাব, পায়খানা ও পায়ু পথে বায়ু নির্গত হওয়া। এ ধরনের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার উপায় হলো ওজু করা।

পবিত্রতা-অপবিত্রতার ব্যাপারে ইসলামী জীবন বিধানের উপরে বর্ণিত মৌলিক কথাগুলো জানার পর চলুন এখন, বিভিন্ন ধরনের অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়া, স্পর্শ করা ও শোনার ব্যাপারে ইসলামের বিধান জানা যাক। বিষয়টিতে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছাবো জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী। নীতিমালাটি উল্লেখ করা হয়েছে পুস্তিকার ২১ পৃষ্ঠায়।

ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্কের বিষয়ে প্রচলিত ধারণা

বর্তমান মুসলিম সমাজে ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্কের বিষয়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ধারণা হলো-

১. ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা বা ধরা যাবেনা

২. গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া বা স্পর্শ করা উভয়টি নিষেধ।

আমরা কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্যের আলোকে ব্যাপকভাবে প্রচলিত এ ধারণাগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্কের বিষয়ে Common sense

চলুন ‘ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবেনা’ কথাটি গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি Common sense–এর আলোকে পর্যালোচনা করা যাক।

দৃষ্টিকোণ-১

❑ গুরুত্বের দৃষ্টিকোণ

মুসলিম সমাজে যে কথাটি ইসলামের কথা হিসেবে চালু আছে তা হলো- ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা যাবেনা। কোনো গ্রন্থ পড়ার কাজটি, তা স্পর্শ করা কাজটি অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ বেশী গুরুত্বপূর্ণ। একটি বিশেষ অবস্থায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা যাবে কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা যাবেনা এটি Common sense এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা। এ কথার সমতুল্য একটি কথা হলো- ঠাণ্ডা মাথায় একজন মানুষকে খুন করা যাবে কিন্তু নখের আঁচড় দেয়া যাবেনা। পৃথিবীর সকল মানুষ একবাক্যে বলবে এ ধরনের কথা সঠিক হতে পারেনা। কারণ, খুন করা বিষয়টি নখের আঁচড় দেয়া বিষয়টির থেকে বহুগুণ বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাই সঠিক কথাটি হবে-

- খুন করা গেলে অবশ্যই নখের আঁচড় দেয়া যাবে
- নখের আঁচড় দেয়া না গেলে অবশ্যই খুন করা যাবেনা।

Common sense অনুযায়ী তাই সহজেই বলা যায়-

- ওজু ছাড়া কুরআন পড়া গেলে অবশ্যই স্পর্শ করা (ধরা) যাবে
- ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা না গেলে অবশ্যই পড়া যাবেনা।

আর তাই ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যখন ইসলামসিদ্ধ, Common sense অনুযায়ী তখন অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করাও ইসলামসিদ্ধ হবে।

দৃষ্টিকোণ-২

❑ সম্মানের দৃষ্টিকোণ

ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা নিষিদ্ধ বা পাপ কথাটা যারা বিশ্বাস করেন তারা এটির পক্ষে যে যুক্তি দেখান তা হলো- ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ না করা বিষয়টি হলো কুরআনকে সম্মান দেখানো। আসলে কি তাই? চলুন পর্যালোচনা করা যাক।

কোনো গ্রন্থ, বিশেষ করে ব্যবহারিক (Applied) গ্রন্থের সবচেয়ে বড় সম্মান হল, তার জ্ঞান অর্জন করা এবং সে জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করা। যেকোনো জিনিসের সবচেয়ে বড় সম্মানের ব্যাপারে ব্যাপক বাধা সৃষ্টিকারী বিষয় ঐ জিনিসের

সম্মানের বিষয় হতে পারেনা। তা হবে ঐ জিনিসটিকে অসম্মান করামূলক বিষয়। ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবেনা কথাটি কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে এক বিরাট বাধা। তাই Common sense এর সর্বসম্মত রায় হলো- ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপ কথাটা কুরআন নামক ব্যবহারিক গ্রন্থের সম্মানসূচক কথা অবশ্যই নয়। এটি কুরআনকে চরম অসম্মানমূলক একটি কথা । আর তাই, Common sense অনুযায়ী এ কথাটি ইসলামসিদ্ধ হতে পারেনা। অর্থাৎ Common sense-এর এ দৃষ্টিকোন থেকে বলা যায় ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা বা ধরা যাবে।

দৃষ্টিকোণ-৩

❑ গুনাহর কাজে সহায়তার দৃষ্টিকোণ

ইসলামী জীবন বিধানে সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা। ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবেনা কথাটি কুরআনের জ্ঞান অর্জনের সময়কে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেয়। তাই, এটি কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে এক বিরাট বাধা। অর্থাৎ এ কথাটি সবচেয়ে বড় গুনাহমূলক কাজটি ঘটার পথে এক বিরাট সহায়ক কথা। ইসলামে গুনাহর কাজে সহায়তা করা গুনাহ। তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যাপক প্রচারিত হওয়া এ কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ Common sense-এর এ দৃষ্টিকোন থেকেও বলা যায় ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা বা ধরা যাবে।

দৃষ্টিকোণ-৪

❑ কুরআন প্রেরণের উদ্দেশ্য সাধনের পথে বিরাট বাধার দৃষ্টিকোণ

Common sense অনুযায়ী, একটি জিনিসের উদ্দেশ্য সাধনের পথে যে বিষয় বিরাট বাধার সৃষ্টি করে সে বিষয় ঐ জিনিসের বিরুদ্ধ বিষয়। কুরআন প্ররণের উদ্দেশ্য হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা। ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবেনা কথাটি কুরআনের জ্ঞান অর্জনের সময়কে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়ে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে এক বিরাট বাধার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ কথাটি কুরআন প্রেরণের উদ্দেশ্য সাধনের পথে এক বিরাট বাধা। তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ Common sense-এর এ দৃষ্টিকোন থেকেও বলা যায় ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা বা ধরা যাবে।

দৃষ্টিকোণ-৫

❑ মানুষ দৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের পথে বিরাট বাধার দিষ্টিকোন

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের

কল্যাণ করা। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে ‘মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য’ নামক বইটিতে। কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করতে হলে আগে কুরআন পড়ে জানতে হবে কুরআনে থাকা ন্যায় ও অন্যায় কাজ গুলো কী কী। ওজুছাড়া কুরআন স্পর্শ করা বা ধরা যাবে না কথাটি কুরআনের জ্ঞান অর্জনের সময়কে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেয়। তাই এ কথাটি মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের পথে এক বিরাট বাধা। তাই এ কথা ইসলামের কথা হতে পারে না। অর্থাৎ Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায় ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা বা ধরা যাবে।

দৃষ্টিকোণ-৬

☐ অন্য গ্রন্থের সাথে ব্যতিক্রম থাকার দৃষ্টিকোণ

কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, তাই মানুষের লেখা যে কোনো বইয়ের তুলনায় সব দিক থেকে এ গ্রন্থের একটা বিশেষত্ব থাকবে এবং বাস্তবে তা আছে। যেমন- কুরআন নির্ভুল কিন্তু অন্য কোনো গ্রন্থ তা নয়, কুরআনের সাহিত্য মানের সঙ্গে অন্য কোনো বইয়ের সাহিত্য মানের তুলনা হয়না ইত্যাদি। তাই অপবিত্র অবস্থায় ছোঁয়া/ধরার ব্যাপারেও অন্য গ্রন্থের থেকে কুরআনের কিছু ব্যতিক্রম থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ব্যতিক্রম এমন হওয়া Common sense বিরুদ্ধ যে তা কুরআন নাযিলের প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের পথে তথা কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি করবে।

গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া ও স্পর্শ করা (ধরা) নিষেধ কথাটির অবস্থা হলো-

১. এটি পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা যাবেনা কথাটির মত অযৌক্তিক কথার সৃষ্টি করেনা

২. এটি বেশিক্ষণ মানুষকে কুরআন ধরে পড়া থেকে দূরে রাখেনা। কারণ, একজন মুসলিম বেশি সময় গোসল ফরজ অবস্থায় থাকে না। পরবর্তী সালাতের আগে তাকে অবশ্যই গোসল করে পবিত্র হতে হয়। তাই সে সারাদিন কুরআন কাছে রাখতে এবং ধরে পড়তে পারে

৩. এটি অপবিত্রতার একটি অবস্থায় কুরআনকে স্পর্শ করতে না দিয়ে অন্যগ্রন্থ থেকে কুরআনের ব্যতিক্রমধর্মী গুণ বজায় রাখে।

তাই Common sense অনুযায়ী গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া ও স্পর্শ করা (ধরা) নিষেধ কথাটি ইসলামসিদ্ধ কথা হতে পারে।

♣♣ জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense এর রায় হলো ইসলামের **প্রাথমিক রায়**। এ পর্যায়ে এসে বলা যায় যে, ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্কের বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো-

- ওজু ছাড়া কুরআন পড়া এবং স্পর্শ করা (ধরা) উভয়টি সিদ্ধ
- গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া এবং স্পর্শও করা উভয়টি নিষিদ্ধ।

ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়

২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের **প্রাথমিক রায়**। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো-

- ওজু ছাড়া কুরআন পড়া এবং স্পর্শ করা (ধরা) উভয়টি সিদ্ধ
- গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া এবং স্পর্শও করা উভয়টি নিষিদ্ধ

নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী এখন আমাদের কুরআনের তথ্য দ্বারা যাচাই করে এ প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার চেষ্টা করতে হবে।

কুরআনে উপস্থিত ওজু ও গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক বিষয়ক তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্ব শর্ত

একটি বিষয় সম্পর্কে কুরআনে (ও সুন্নাহে) উপস্থিত থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি পূর্বশর্ত মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে মানব সভ্যতাকে স্পষ্টকরে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ না থাকার কারণে ইসলামের অনেক মূল বিষয়ে বর্তমান মুসলিম জাতি কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞান থেকে বহু দূরে। তাই বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য হলো-

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অনুবাদ: প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে- মানুষের মনে থাকা Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ

সঠিকভাবে বুঝতে পারেনা। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে- ‘What mind does not know eye will not see.’

এ বিষয়ে সহজ একটি উদাহরণ হলো- চিকিৎসা বিজ্ঞানের রোগ নির্ণয়ের বিষয়টি। রোগের লক্ষণ (Symptoms & Sign) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রোগী দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা কোনো চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব হয়না। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রকে ভালভাবে শিখিয়ে দেয়া। আর সকল চিকিৎসক তাদের প্রতিদিনের জীবনে তথ্যটির সত্যতার প্রমাণ বাস্তবে দেখে।

তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়- একটি বিষয় সম্পর্কে সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগে থাকা Common sense-এ আগে থেকে ধারণা না থাকলে ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) মানুষের চোখে ধরা পড়েনা। এ তথ্যটিই মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন আয়াতখানির প্রথম অংশে। ঐ অংশের বক্তব্য হলো-

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ

অনুবাদ: তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা Common sense-এর) অধিকারী হতে পারতো যার মাধ্যমে (কুরআন ও হাদীস দেখে পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতে পারতো যা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর সঠিকভাবে বুঝার মতো) শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির এ অংশে বলা হয়েছে- মানুষ দেশ ভ্রমণ করলে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বুঝার মতো Common sense এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারে। এর কারণ হলো- পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় বা উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense-এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে তার প্রকৃত শিক্ষা সহজে বুঝতে পারে। বর্তমানে জ্ঞান অর্জনের উপায় হিসেবে ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে-

- বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি) বই পড়া
- ইন্টারনেট ব্রাউজ করা
- Geographic cannel দেখা
- Discovery cannel দেখা

তাই, কুরআন অনুযায়ী, ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্কের বিষয়ে Common sense-এর রায় তথা ইসলামের প্রাথমিক রায় আগে থেকে মাথায় না থাকলে ঐ বিষয়ে উপস্থিত থাকা কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) মানুষের চোখে ধরা পড়বে না তথা মানুষ খুজে পাবেনা।

ওজু ও গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক বিষয়ে Common sense-এর রায় তথা ইসলামের প্রাথমিক রায় এখন আমাদের মাথায় আছে। তাই, চলুন এখন খোঁজা যাক- বিষয়গুলো সমর্থন বা বিরোধিতাকারী কুরআনের আয়াত বা সুন্নাহ আছে কিনা। এর মাধ্যমে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী বিষয়টি সম্পর্কে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাব ইনশাআল্লাহ।

ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্কের বিষয়ে আল কুরআন

তথ্য-১

☐ যে আমল শুরু করার পূর্বে ওজু বা গোসল করার আদেশ কুরআন সরাসরি ও বিস্তারিতভাবে দিয়েছে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

অনুবাদ: হে যারা ঈমান এনেছো! যখন তোমরা সালাতে দাঁড়াবার প্রস্তুতি নেবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে, তোমাদের মাথা মাসেহ করো এবং দু'পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত (ধৌত করবে); আর যদি তোমরা (সঙ্গী-মিলনজনিত কারণে) অপবিত্র থাকো তবে (গোসল করে) পবিত্র হবে; আর যদি অসুস্থ হও অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা করে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী/স্বামী-সহবাস করার পর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি অনুসন্ধান করো (তায়াম্মুম করো), অতঃপর (ঐ মাটির উপর হাত রেখে সে হাত দ্বারা) তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করো; (সালাতের

আগে ওজু বা গোসল করার নির্দেশ দেয়ার মাধ্যমে) আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চাননা বরং তিনি তোমাদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করতে চান (পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার নীতিমালা শিক্ষা দিতে চান) ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা (আদেশটি মানার পর এর উপকারিতা দেখে আমার) শোকর আদায় করো।

(মায়েদা/৫ : ৬)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا
تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا .

অনুবাদ: হে যারা ঈমান এনেছো! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না যতক্ষণ না তোমরা যা বলো তা বুঝতে পারো এবং যদি তোমরা পথচারী না হও তবে অপবিত্র (গোসল ফরজ) অবস্থাতে যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল করো; আর যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পেশাব-পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদিসহবাস করো এরপর পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে এবং তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করবে; নিশ্চয় আল্লাহ পাপমোচনকারী ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

(নিসা/৪ : ৪৩)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: সালাতের আগে ওজু বা গোসল করে শরীর পবিত্র করা ইসলামের একটা মৌলিক কাজ। তাই, এ বিষয়টি মহান আল্লাহ তা বিস্তারিতভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, আল কুরআনের ২টি সূরায় অনেকটা জায়গা নিয়ে, স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। কুরআন সালাতের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই, কুরআন পড়া বা স্পর্শ করার আগে পবিত্রতা অর্জন করা দরকার হলে, আল্লাহ তা আরো বিস্তারিত ও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়ার কথা। কিন্তু কুরআন পড়া, স্পর্শ করা বা অন্য কোনো কাজ করার আগে ওজু বা গোসল করতে হবে এমন কোনো কথা আল কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াতে কুরআন পড়া, স্পর্শ করার আগে ওজু বা গোসল করার কথা বলা হয়েছে বলে যে কথা ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে তা মোটেই সঠিক নয়। এ আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা পরে আসছে।

তথ্য-২

❑ কুরআন পড়া শুরু করার পূর্বে যা করার আদেশ কুরআন সরাসরিভাবে দিয়েছে

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

অনুবাদ: যখন তোমরা কুরআন পড়বে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইবে।

(নাহল/১৬ : ৯৮)

ব্যাখ্যা: এটি একটি আদেশমূলক আয়াত। তাই মহান আল্লাহ্ এ আয়াতের মাধ্যমে কুরআন পড়া শুরু করার সময় ইবলিস শয়তানের ধোঁকাবাজি থেকে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাকে (আয়ুজু বিল্লাহ পড়া) বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। কারণ, কুরআনের জ্ঞান থেকে মানুষকে দূরে সরানো শয়তানের ১ নং কাজ। তাই আল্লাহর সাহায্য না পেলে শয়তানের নানা ধোঁকাবাজিমূলক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করা কারো পক্ষে সম্ভব হবেনা।

তথ্য-৩

❑ 'ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা (ধরা) যাবেনা' কথার দলিল হিসেবে প্রচারিত সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা

ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবেনা বা গুনাহ কথাটি যারা বিশ্বাস করেন তাদের প্রায় সবাই সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯ আয়াতখানিকে ঐ কথার দলিল হিসেবে জানেন। তাই আয়াতখানি বিস্তারিত পর্যলোচনার দাবি রাখে। আয়াতখানি হলো-

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ.

আয়াতখানির মূল শব্দ (Key words) হচ্ছে দু'টি। 'হু (ঐ কুরআন)' এবং মুতাহ্হারুন (**مُطَهَّرُوْنَ**)। অর্থাৎ এ দুটি শব্দ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে তা জানতে পারলে আয়াতখানির প্রকৃত অর্থ জানা যাবে।

মূল দু'টি শব্দ অপরিবর্তিত রেখে আয়াতখানির অনুবাদ : 'মুতাহ্হারুন' ব্যতীত 'হু (ঐ কুরআন)' কেউ স্পর্শ করতে পারেনা।

আয়াতখানির প্রচলিত ব্যাখ্যামুলক অনুবাদ: ওজু-গোসল করে পবিত্র হওয়া ব্যতীত পৃথিবীর কুরআন মানুষের স্পর্শ করা বা ধরা নিষেধ।

আয়াতখানির প্রকৃত ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মূল শব্দ দু'টির যে সকল অর্থ আরবী ভাষায় হয় বা যা আল কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে-

- মুতাহ্হারুন (**مُطَهَّرُوْنَ**)

  ১. ওজু বা গোসল করে পবিত্র হওয়া মানুষ,

  ২. নিষ্পাপ সত্তা বা ফেরেশতা।

- ঐ কুরআন:
  ১. পৃথিবীর কুরআন
  ২. লওহে মাহফুজে রক্ষিত কুরআনের মূলকপি।

আল কুরআন ব্যাখ্যার নীতিমালা (উসূল) হল একটি আয়াতের কোনো শব্দের যদি একাধিক অর্থ হয় তবে শব্দটির সে অর্থটি নিতে হবে যেটি নিলে-

- আয়াতটির অর্থ আগের ও পরের আয়াতের অর্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়
- অন্য আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়
- শানে নুযুলের (নাযিল হওয়ার পটভূমি) সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়

এরপরও যদি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো না যায় তবে পর্যালোচনা করতে হবে ঐ বিষয়ে-

- রাসূল (সা.) এর বক্তব্য তথা হাদীস
- সাহাবায়েকিরামগণের বক্তব্য
- পূর্ববর্তী মনীষীদের বক্তব্য
- বর্তমান মনীষীদের বক্তব্য।

কুরআন মাজীদের আয়াতের তাফসীরের ব্যাপারে উপরোক্ত তথ্যগুলো সামনে রেখে চলুন এখন আয়াতখানির সঠিক অর্থটি বের করার চেষ্টা করা যাক-

❖ আয়াতখানির শানে নুযুল

মক্কার কাফেররা রাসূল (সা.) কে গণক, যাদুকর ইত্যাদি বলত। তারা বলে বেড়াতো শয়তান কুরআন নিয়ে এসে মুহাম্মাদকে পড়ে পড়ে শিখিয়ে দেয়। তারপর মুহাম্মাদ সেটা অন্যদের জানায়। কাফেরদের এই প্রচারণার উত্তরে মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতখানিসহ আরো কয়েকটি আয়াতে বক্তব্য রেখেছেন। যেমন সূরা শুয়ারার ২১০-২১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ.

অনুবাদ: এটি নিয়ে শয়তানরা নাযিল হয়নি। তারা এ কাজের যোগ্য নয় এবং তারা তার সামর্থ্য রাখেনা। নিশ্চয় (নাযিলকালে) তাদের তা (কুরআন) শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে।

(শুয়ারা/২৬ : ২১০-২১২)

❖ আগের ও পরের দুটি আয়াতসহ সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াত-

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ. تَنْزِيلٌ مِّنْ
رَّبِّ الْعَالَمِينَ. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.

৭৯ নং আয়াতের ‘মুতাহ্হারুণ’ শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে সূরা ওয়াকিয়ার ৭৭-৮১ আয়াতের অনুবাদ- আর নিশ্চয় এটা সম্মানিত কুরআন। যা (লিখিত) আছে সুরক্ষিত কিতাবে। ‘মুতাহ্হারুণ’ ব্যতীত অন্য কেউ তা (ঐ কুরআন) স্পর্শ করতে পারেনা। এটা মহাবিশ্বের প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ। এরপরও কী তোমরা এ বাণীকে (কুরআনকে) তুচ্ছ গণ্য করবে?

(ওয়াকিয়া/৫৬ : ৭৭-৮১)

ব্যাখ্যা: ৭৯ নং আয়াতে ‘ঐ কুরআন’ বলতে যে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে সে কুরআন সমন্ধে ৭৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তা আছে এক সুরক্ষিত কিতাবে। সহজেই বুঝা যায় এখানে ‘সুরক্ষিত কিতাব’ বলতে বুঝানো হয়েছে কুরআনের মূল কপিখানি যা লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে। কারণ পৃথিবীর কুরআন সংরক্ষিত নয়। যে কেউ চাইলে পৃথিবীর কুরআন যে কোনো অবস্থায় ধরতে, পড়তে বা বিভিন্নভাবে অসম্মানও করতে পারে।

সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯নং আয়াতের মূল শব্দদু’টির উপরে উল্লিখিত দু’ধরনের অর্থ ধরে আয়াত পাঁচখানির যে দু’ধরনের ব্যাখ্যামূলক অর্থ করা যেতে পারে তা হলো-

১. উহা এক অতীব উচ্চ মর্যাদার কুরআন। যা লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে। নিষ্পাপ ফেরেশতা ব্যতীত ঐ লওহে মাহফুজের কুরআন কেউ স্পর্শ করতে পারেনা। (পৃথিবীর কুরআন) মহাবিশ্বের রবের নিকট থেকে নাযিল হওয়া। এরপরও কি তোমরা এ বাণীকে (কুরআনকে) তুচ্ছ গণ্য করো?

২. উহা এক অতীব উচ্চ মর্যাদার কুরআন, যা লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে। ওজু বা গোসল করে পবিত্র হওয়া মানুষ ব্যতীত ঐ লওহে মাহফুজের কুরআন কেউ স্পর্শ করতে পারেনা। (পৃথিবীর কুরআন) মহাবিশ্বের রবের নিকট থেকে নাযিল হওয়া। এরপরও কি তোমরা এ বাণীকে (কুরআনকে) তুচ্ছ গণ্য করো?

আয়াত ক’খানির এ দুটি ব্যাখ্যার কোনটি গ্রহণযোগ্য হবে এ প্রশ্ন করলে আমার তো মনে হয় পৃথিবীর সকল Common sense ধারী মানুষ একবাক্যে বলবে প্রথমটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে এবং দ্বিতীয়টি কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। তাই তাফসীরের মূল নীতিমালার আলোকে সহজেই বলা যায় সূরা

ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা হলো- নিষ্পাপ ফেরেশতা ব্যতীত লওহে মাহফুজের কুরআন কেউ স্পর্শ করতে বা ধরতে পারেনা।

চলুন, এখন দেখা যাক আয়াতটির অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ব্যাপারে বিখ্যাত তাফসীরকারকগণ কী বলেছেন-

১. ইবনে কাসীর

‘বিখ্যাত তাফসীরকারক ইবনে কাসীর (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন- যারা পূত:পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করেনা’। অর্থাৎ শুধু ফেরেশতারা এটা স্পর্শ করে থাকেন। তাহলে ইবনে কাসীর (রহ:) ঐ আয়াতে مُطَهَّرُوْن শব্দের অর্থ নিষ্পাপ ফেরেশতা বলেছেন।
(পৃষ্ঠা নং ২৮৫ ও ২৮৬, ১৭তম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ঢাকা, বাংলাদেশ)

২. মাআরেফুল কুরআন

মুফতি শফি (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ মাআরেফুল কুরআনে এই আয়াতটির তাফসীরে লিখেছেন-

- বিপুল সংখ্যক সাহাবী, তাবেয়ী এবং তাফসীরবিদের মতে, সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াতে مُطَهَّرُوْن বলতে ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে, যারা পাপ ও হীন কাজকর্ম থেকে পবিত্র। অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে, ঐ আয়াতে مُطَهَّرُوْن শব্দের অর্থ নিষ্পাপ।

- কিছু সংখ্যক তাফসীরবিদ মনে করেন কুরআনের ঐ বক্তব্য মানুষের জন্যও প্রযোজ্য হবে এবং পবিত্র বলতে তাদের বুঝানো হয়েছে যারা ‘হদসে আকবর’ ও ‘হদসে আসগর’ থেকে পবিত্র।
  (পৃষ্ঠা নং ৩০, ৮ম খন্ড, ১ম সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)

৩. আশরাফ আলী থানবী (রহ.)

আশরাফ আলী থানবী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াতের তরজমা ও তাফসীর করেছেন- ‘তাকে নিষ্পাপ ফেরেশতাগণ ব্যতীত কেউ স্পর্শ করতে পারেনা’।

৪. তাফহীমুল কুরআন

মাওলানা মওদূদী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ তাফহীমুল কুরআনে এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন- ‘এই আয়াতে مُطَهَّرُوْن শব্দ ফেরেশতাদের বুঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে যারা সর্বপ্রকার অপবিত্র আবেগ-ভাবধারা ও লালসা-বাসনা হতে পবিত্র’। অর্থাৎ মাওলানা মওদূদীও (রহ:) مُطَهَّرُوْن অর্থ নিষ্পাপ বলেছেন।

(পৃষ্ঠা নং ১২৫-১২৯, ১৭ তম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ)

সুতরাং ‘নিষ্পাপ ফেরেশতা ব্যতীত লওহে মাহফুজের কুরআন কেউ স্পর্শ করতে পারেনা’- সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াতের এ ব্যাখ্যার পক্ষে আছে-

- শানে নুযুল
- আগের দুটো আয়াতের বক্তব্য
- পরের দুটি আয়াতের বক্তব্য
- একই বিষয়ে অন্যান্য আয়াতের বক্তব্য
- বিপুল সংখ্যক সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্য
- বিপুল সংখ্যক তাবেয়ীর বক্তব্য।

আর ‘ওজু গোসল করে পবিত্র হওয়া ব্যক্তিরা ব্যতীত পৃথিবীর কুরআন কেউ স্পর্শ করতে পারেনা’- আয়াতখানির এ ব্যাখ্যার পক্ষে আছে শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক।

তাই নিশ্চয়তা সহকারেই বলা যায় সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা, ‘ওজু বা গোসল করে পবিত্র হওয়া ব্যক্তিরা ব্যতীত কেউ পৃথিবীর কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না’ বলার অর্থ হচ্ছে শানে নুযুল, কুরআনের অন্যান্য আয়াতের বক্তব্য, বিপুল সংখ্যক সাহাবীর বক্তব্য এবং বিপুল সংখ্যক তাবেয়ীর বক্তব্যকে অস্বীকার করে কিছু সংখ্যক তাফসীরকারকের বক্তব্যকে মেনে নেয়া। এটি ইসলামে কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।

♣♣ আল কুরআনের উল্লিখিত আয়াতগুলোর ভিত্তিতে যে কথাগুলো নিশ্চিতভাবে বলা যায় তা হলো -

- সালাত শুরু করার আগে ওজু বা গোসল করার আদেশ আল কুরআন প্রত্যক্ষ ও বিস্তারিতভাবে দিয়েছে
- কুরআন পড়া শুরু করার আগে আয়ুজু বিল্লাহ পড়ার আদেশ আল কুরআন প্রত্যক্ষভাবে দিয়েছে
- কুরআন স্পর্শ করা (ধরা) বা পড়ার আগে ওজু বা গোসল করার উপদেশও কুরআন দেয়নি।

তাই, সহজে বলা যায়- ‘কুরআন স্পর্শ করার আগে ওজু বা গোসল করতে হবে কথাটার দলিল সূরা হলো সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াত’-কথাটি মোটেই সঠিক নয়। এই অতীব সত্য কথাটি মুফতি শফী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করেছেন- যেহেতু বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী মতভেদ করেছেন, তাই অনেক তাফসীরবিদ অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পাক স্পর্শ করার নিষেধাজ্ঞার

ব্যাপারে কুরআনের আয়াতকে (সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াত) দলিল হিসেবে পেশ করেন না। তারা এর প্রমাণ হিসেবে কয়েকটি হাদীস পেশ করেন মাত্র। (সে হাদীসগুলোয় কী তথ্য আছে তা ব্যাখ্যাসহকারে পরে আসছে।)

জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা হলো কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দ্বারা যাচাই করে যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান না যায় তবে তা হাদীস দ্বারা যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। আমরা দেখলাম আলোচ্য বিষয়ে কুরআনে কোনো তথ্য নেই। তাই, আমাদেরকে এখন অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়া ও স্পর্শ করা সম্পর্কিত ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense এর রায়) হাদীস দ্বারা যাচাই করে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।

ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্কের বিষয়ে হাদীস

যেকোনো বিষয়ে হাদীস পর্যালোচনার সময় মনে রাখতে হবে-

১. একটি বিষয়ে যে হাদীসের বক্তব্য কুরআনের সাথে যত বেশী সংগতিশীল সে হাদীস ঐ বিষয়ের ততবেশী শক্তিশালী হাদীস
২. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী শক্তিশালী হাদীস অপেক্ষাকৃত দুর্বল হাদীসের বক্তব্যকে রহিত করে
৩. কুরআনের বিপরীত বক্তব্যসম্বলিত হাদীস রাসূল (সা.)-এর হাদীস নয়। তা বানানো কথা।

হাদীস সম্পর্কিত অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ কথাগুলো মনে রেখে চলুন এখন আলোচ্য বিষয়ে উপস্থিত থাকা হাদীস পর্যালোচনা করা যাক।

হাদীস-**১**

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا أَلاَ نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَوةِ.

অনুবাদ: ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। একদা রাসূল (সা.) শৌচাগার হতে বের হয়ে আসলে তাঁর সামনে খাবার উপস্থিত করা হল। তখন লোকেরা বলল- আমরা কি আপনার জন্যে ওজুর পানি আনব না? তিনি বললেন- নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হয়েছি ওজু করতে যখন আমি সালাতে দাড়াব (সালাতে দাড়াবার পূর্বে)। (আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ: তিরমিযী, হাদিস নং ১৮৪৭; নাসায়ী, হাদীস নং ১৩২)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) ওজু কথাটা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। গোসলের কথাটি তিনি এখানে উল্লেখ করেননি। সাহাবাগণের ধারণা ছিল খাওয়ার আগে ওজু করা লাগে। তাই শৌচাগার হতে বের হয়ে রাসূল (সা.) যখন খেতে বসছিলেন তখন ওজুর জন্য পানি আনবে কিনা প্রশ্নটি সাহাবায়ে কেরামগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সাহাবায়ে কিরামগণের ঐ প্রশ্নের উত্তরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি সহজেই বলতে পারতেন- খাওয়ার আগে ওজু করার দরকার নেই। কিন্তু তা না বলে তিনি বললেন- 'নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হয়েছি ওজু করতে যখন আমি সালাতে দাড়াব (সালাতে দাড়াবার পূর্বে)'। অর্থাৎ রাসূল (সা.) নিশ্চয়তা সহকারে জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনের মাধ্যমে তাকে সালাত আরম্ভ করার আগে ওজু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্য কোনো কাজ শুরু করার আগে ওজু করার নির্দেশ তাকে দেয়া হয়নি। এই অন্য কাজের মধ্যে যেমন পড়বে খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সিয়াম রাখা, যিকির করা, দোয়া করা, কুরআন দেখে পড়া, কুরআন মুখস্থ পড়া ইত্যাদি। তেমনই তার মধ্যে পড়বে কুরআন স্পর্শ করা বা ধরা। তাই, হাদীসখানির মাধ্যমে বক্তব্য থেকে সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়-

১. সালাত শুরু করার আগে আল্লাহ তা'য়ালা (কুরআন) ওজু করার নির্দেশ দিয়েছেন
২. কুরআন দেখে পড়া, মুখস্থ পড়া, স্পর্শ করা বা ধরার পূর্বে ওজু করার নির্দেশ আল্লাহ তা'য়ালা (কুরআন) দেননি।

কুরআন পর্যালোচনা করলেও দেখা যায়- সেখানে সালাত শুরুর পূর্বে ওজু বা গোসল করে পবিত্র হওয়ার জন্যে দুটো সূরার মাধ্যমে (নিসা ও মায়েদা) সরাসরি ও বিস্তারিতভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু কুরআন দেখে পড়া, মুখস্থ পড়া, স্পর্শ করা ধরা বা অন্য কোনো কাজ করার সময় ওজু বা গোসল করতে হবে এমন কথা কুরআনে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা ইঙ্গিতেও উল্লেখ করা হয়নি। তাই-

১. হাদীসখানি থেকে সুনির্দিষ্ট ও নিশ্চতভাবে জানা যায়- কুরআন দেখে পড়া, মুখস্থ পড়া, স্পর্শ করা বা ধরার পূর্বে ওজু করার প্রয়োজন নেই
২. হাদীসখানি, কুরআন দেখে পড়া, মুখস্থ পড়া, স্পর্শ করা বা ধরার সাথে ওজুর সম্পর্কের বিষয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী হাদীস
৩. হাদীসগ্রন্থের নীতিমালা অনুযায়ী, হাদীসখানির বিরোধী বক্তব্য ধারণকারী সকল হাদীসকে এ হাদীস রহিত করে দিবে।

হাদীস-২

হাদীসখানির পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত অংশই শুধু উল্লেখ করা হলো-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ(رض) أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ (قَالَ) فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ...

অনুবাদ: ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর খালা, রাসূলের (সা.) স্ত্রী, মায়মুনার (রা.) এর ঘরে এক রাত কাটান। তিনি বলেন- আমি বিছানায় আড়াআড়ি এবং রাসূল (সা.) ও তাঁর স্ত্রী লম্বালম্বী শুইলেন। রাসূল (সা.) অর্ধরাত বা তার কিছু কম-বেশি সময় ঘুমালেন। তারপর তিনি ঘুম থেকে উঠে হাত দিয়ে চোখ মুখ মলতে মলতে বসে পড়লেন। অত:পর তিনি সূরা আলে-ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলেন। তারপর ঝুলন্ত মশকের নিকট গিয়ে উত্তমরূপে ওজু করলেন। এরপর সালাত পড়তে দাঁড়ালেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আমিও উঠে গিয়ে তাঁর মত করলাম। তারপর তাঁর (বাম) পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালাম।
(আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ: বুখারী, হাদিস নং ১৮১)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানি একটি ফে'য়লী হাদীস তথা রাসূল (সা.)-এর কাজ মূলক হাদীস। হাদীসখানির মাধ্যমে জানা যায়- রাসূল (সা.) ওজু ছাড়া কুরআন পড়েছেন কিন্তু সালাত আরম্ভ করার আগে ওজু করেছেন। আবার ইবনে আব্বাস (রা.) কে রাসূল (সা.) বিনা ওজুতে কুরআন পড়তে নিষেধ করেননি। এ হাদীসখানির বক্তব্যও কুরআনের বক্তব্যের অনুরুপ। তাই, এ হাদীসখানিও আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত অত্যন্ত শক্তিশালী হাদীস।

হাদীসখানি থেকে সরাসরিভাবে জানা যায়- কুরআন পড়ার আগে ওজু করার প্রয়োজন নেই। পড়া কাজটি স্পর্শ করা কাজটির চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই Common sense (জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান) জাগ্রত থাকা কোনো মানুষ হাদীসখানির ভিত্তিতে বলতে দ্বিধা করবেননা যে- ওজু

ছাড়া কুরআন পড়া যাবে, স্পর্শ করাও যাবে। অর্থাৎ হাদীসখানির ভিত্তিতে Common sense এর সর্বসম্মত রায় হলো- ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে । আর Common sense এর সর্বসম্মত রায়ের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হলো-

عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ وَ اَبِىْ اُسَيْدٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ص) قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّىْ تَعْرِفُهُ قُلُوْبُكُمْ وَتَلِيْنَ لَهُ اِشْعَارِكُمْ وَ اَبْشَارِكُمْ وَ تَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيْبُ فَاَنَا اَوْلاَكُمْ بِهِ . وَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّىْ تُنْكِرُهُمْ قُلُوْبُكُمْ وَتَنْفِرُ مِنْهُ اِشْعَارُكُمْ وَ اَبْشَارِكُمْ وَ تَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيْدٌ فَاَنَا اَبْعَدِكُمْ مِنْهُ .

অনুবাদ: আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন- যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো কথা (হাদীস) শুন, তখন যেটাকে তোমাদের অন্তর মেনে নেয় এবং যা দ্বারা তোমাদের অন্তর নরম হয়ে যায় এবং তোমরা অনুভব করো যে তা তোমাদের অন্তরের নিকটতর, তখন তোমরা নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, আমার মন-মস্তিষ্ক তোমাদের অপেক্ষা সেটির অধিক নিকটতম। আর যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো কথা (হাদীস) শুনো তখন যেটা তোমাদের অন্তর অস্বীকার করে এবং তা তোমাদের অন্তর হতে দূরে হয় তবে নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, আমার মন-মস্তিষ্ক তোমাদের অপেক্ষা সেটির অধিক দূরে ।

(আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২৩৬৫৫)

ব্যাখ্যা: মানুষের অন্তর মেনে নেয়া, অন্তর নরম হয়ে যাওয়া বা অন্তরের নিকটতর হওয়ামূলক কথার অর্থ হলো- Common sense সিদ্ধ হওয়া। আর অন্তর অস্বীকার করা বা অন্তর হতে দূরে হওয়ামুলক কথার অর্থ হলো- Common sense বিরুদ্ধ হওয়া। অন্যদিকে রাসূল (সা.) এর মস্তিষ্কের অধিক নিকটতম হওয়ামূলক কথার অর্থ হলো- সেটি রাসূল (সা.)-এর হাদীস। আর রাসূল (সা.) এর মন-মস্তিষ্ক সেটির অধিক দূরে হওয়ামূলক কথার অর্থ হলো- সেটি রাসূল (সা.) এর হাদীস নয়।

হাদীসখানিতে ‘তোমাদের অন্তর’ বাক্য দ্বারা Common sense এর সর্বসম্মত রায়কে বুঝানো হয়েছে। আর ‘নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে’ বাক্যটি দ্ধারা তথ্যটির সত্যতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। হাদীসখানির আলোকে তাই নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে- ওজু ছাড়া কুরআন পড়া ও স্পর্শ করা ইসলামসিদ্ধ।

হাদীস-৩

عَنْ عَلِيٍّ (رض)قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلاَءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ قَالَ يَحْجِزُهُ الْقُرْآنَ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ.

অনুবাদ: আলী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) পায়খানা হতে বের হয়ে বিনা অজুতে আমাদের কুরআন পড়াতেন এবং আমাদের সঙ্গে গোশত খেতেন। তাঁকে কুরআন হতে বাধা দিতে পারতোনা অথবা তিনি বলেছেন বিরত রাখতোনা, জানাবাত (গোসল ফরজ অবস্থা) ব্যতীত অন্য কিছু।
(আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ: আবু দাউদ, হাদিস নং ১৮১; নাসায়ী, হাদীস নং ২৩৫; ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা: জানাবাত হলো অপবিত্রতার একটি অবস্থা। এটি সেই অবস্থা যা থেকে পবিত্র হতে গেলে গোসল করা লাগে। তাই, জানাবাত ব্যতীত অন্য কিছু কথাটার অর্থ স্বাভাবিকভাবে যেটি হয় তা হলো- অপবিত্রতার অন্য অবস্থা তথা বে-ওজু অবস্থা। আর কুরআন হতে বিরত থাকার অর্থ হলো- কুরআন পড়া, পড়ানো, ধরা, স্পর্শ করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা

হাদীসখানি থেকে তাই জানা যায়- গোসল ফরজ অবস্থায় রাসূল (সা.) কুরআন পড়তেন বা পড়াতেন না। কিন্তু বে-অজু অবস্থায় তিনি তা করতেন। আর তাই, এ হাদীসখানির ভিত্তিতে বলা যায়-

- গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া ও পড়ানো নিষেধ
- বে-অজু অবস্থায় কুরআন পড়া ও পড়ানো নিষেধ নয়।

কুরআন থেকে বিরত রাখার বিষয়গুলোর মধ্যে পড়া ও পড়ানোর সাথে ধরা বা স্পর্শ করা বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হবে তা অন্য একটি উপায়েও জানা যায়। ইসলামী জীবন বিধানে যে কাজ করা নিষিদ্ধ তার সহায়তাকারী সকল কাজও নিষিদ্ধ। যেমন- মদ খাওয়া নিষিদ্ধ- তাই মদ উৎপাদন, বেচা-কেনা ইত্যাদি সবই নিষিদ্ধ। অন্যদিকে ইসলামে যে কাজ সিদ্ধ তার সহায়তাকারী সকল কাজও সিদ্ধ। কুরআন ধরা কাজটি কুরআন পড়া কাজটিকে ভীষণভাবে সহায়তা করে। কারণ, হাফিজ ব্যতীত সবাইকে কুরআন ধরে পড়তে হয়। আলোচ্য হাদীসখানির বক্তব্য থেকে তাই জানা যায়-

- গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন ধরা, স্পর্শ করা, পড়া ও পড়ানো নিষিদ্ধ
- ওজু ছাড়া কুরআন ধরা (স্পর্শ করা), পড়া ও পড়ানো সিদ্ধ।

হাদীস-৪

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ .

অনুবাদ: ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন- ঋতুবতী মহিলা এবং গোসল ফরজ অবস্থায় কোনো ব্যক্তি কুরআনের কিছুই পড়বে না।

(আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ: তিরমিযী, হাদিস নং ১৩১)

ব্যাখ্যা: ৩ নং তথ্যের হাদীসখানির ব্যাখ্যার ন্যায় এ হাদীসখানির ব্যাখ্যা থেকেও বলা যায়- গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া, পড়ানো ও স্পর্শ করা নিষেধ।

হাদীস-৫

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

অনুবাদ: আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) মাসিক ঋতু অবস্থায় আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন পাঠ করতেন।

(আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ: বুখারী, হাদিস নং ২৯৩; ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৬৩৪)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানি থেকে জানা যায়- আয়েশা (রা.) গোসল ফরজ অবস্থায় রাসূল (সা.) এর মুখ থেকে কুরআন পড়া শুনেছেন। আর রাসূল (সা.) তা নিষেধ করেননি। সুতরাং এ হাদীসখানি থেকে সহজে বুঝা যায় গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন শোনা নিষেধ নয়।

হাদীস ৫খানির সম্মিলিত শিক্ষা

উল্লিখিত হাদীস ৫খানি হতে ওজু ও গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্কের বিষয়ে যে বিষয়গুলো জানা যায় তা হলো-

- ওজু ছাড়া কুরআন পড়া, পড়ানো, শোনা ও স্পর্শ করা বা ধরা জায়েয
- গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া, পড়ানো ও স্পর্শ করা বা ধরা নাযায়েজ বা নিষিদ্ধ। কিন্তু শোনা যাবে
- ১ ও ২নং হাদীসদু'খানি আলোচ্য বিষয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী হাদীস। কারণ, হাদীসদু'খানির তথ্য আর ঐ বিষয়ে কুরআনের সার্বিক তথ্য একই।

হাদীস-৬

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ

অনুবাদ: আবদুল্লাহ যিনি আবু বকরের ছেলে যিনি মুহাম্মাদের ছেলে যিনি আমর ইবনে হাজম (রা.)এর ছেলে বলেন, আমর ইবনে হাজম (রা.)-এর নিকট রাসূল (সা.) যে সকল লিখিত বিধি-বিধান পাঠিয়েছিলেন তাতে একটি হুকুম এই ছিল যে- ‘পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত কেউ কুরআন স্পর্শ করবেনা’।

(আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুয়াত্তা, হাদিস নং ৪৬৯)

হাদীসখানির পর্যালোচনা: এটিই হচ্ছে সেই হাদীস যেটি সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াতের পর বে-ওজু কুরআন স্পর্শ করা হারাম, নাযায়েজ বা মহাপাপ কথাটি চালু হওয়ার ব্যাপারে ভূমিকা রেখেছে। তাই হাদীসটিকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার।

হাদীস ব্যাখ্যা করে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে হলে হাদীস সম্পর্কিত যে চিরসত্য কথাগুলো আগে জানতে ও বুঝতে হবে, তা হলো-

- কোনো নির্ভুল হাদীসের বক্তব্য বা ব্যাখ্যা কুরআনের কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্যের বিপরীত অবশ্যই হবেনা
- হাদীস থেকে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে হলে ঐ বিষয়ের সকল সহীহ হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে হবে
- শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য থেকে অগ্রাধিকার পাবে
- সুনির্দিষ্ট (Specific/خاص) বক্তব্যসম্বলিত হাদীস অনির্দিষ্ট (Non-Specifc/عام) বক্তব্যসম্বলিত হাদীসের উপর অগ্রাধিকার পাবে
- একটি হাদীস আর একটি হাদীসকে রহিত করতে পারে তবে রহিতকারী হাদীসটিকে অবশ্যই রহিত হওয়া হাদীসটি অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হতে হবে
- মুরসাল (যে হাদীসে সাহাবীর নাম নেই) হাদীস দ্বারা ইসলামের কোনো বিধান বানানো নিষেধ।

এখন চলুন, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে দেখা যাক, আলোচ্য হাদীসটি রাসূল (সা.) এর কথা হতে পারে কিনা-

দৃষ্টিকোণ-১

❑ রাসূল (সা.)-এর ইসলামের বিধান জানানোর সাধারণ নিয়মের বরখেলাপের দৃষ্টিকোণ

ইসলামের বিধান জানানোর ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর সাধারণ নিয়ম ছিলো- সাহাবায়ে কিরামের জমায়েতে তা ঘোষণা করা। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল অধিক সংখ্যক সাহাবীকে বিধানটিকে সরাসরি তাঁর মুখ থেকে শুনানো। আর স্বাভাবিকভাবেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য সাহাবায়ে কিরামের অধিক বড় জমায়েতে তিনি উপস্থাপন করতেন।

আলোচ্য হাদীসটি, কুরআন ও সুন্নাহে ঘোষিত মুসলিমদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আমলটি (কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা) পালন করার পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা এবং রাসূল (সা.)-এর অন্যান্য বক্তব্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরোধী। এটি মানুষকে জানানোর রাসূল (সা.)-এর স্বাভাবিক পদ্ধতি হওয়ার কথা ছিল সাহাবায়ে কিরামের বিরাট জমায়েতে ঘোষণা করা। যাতে অসংখ্য সাহাবী বিধানটি সরাসরি তাঁর মুখ থেকে শুনতে পায়। অর্থাৎ হাদীসটি মুতাওয়াতির সহীহ তথা সবচেয়ে শক্তিশালী সহীহ হাদীস পর্যায়ে উন্নিত হয়। কিন্তু দেখা যায়- রাসূল (সা.) তাঁর স্বাভাবিক নিয়মের বরখেলাপ করে হাদীসখানি জানিয়েছেন দূরে থাকা একজন সাহাবীকে চিঠির মাধ্যমে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা সবাই বলবেন- হাদীসখানি মানুষকে জানানোর পদ্ধতিটি রাসূল (সা.)-এর মানুষকে হাদীস জানানোর স্বাভাবিক পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসটি রাসূল (সা.)- এর হাদীস হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

দৃষ্টিকোণ-২

❑ সাহাবীগণের বর্ণনা না করার দৃষ্টিকোণ

বিধানটি রাসূল (সা.) আমর বিন হাজম (রা.)- এর নিকট লিখা একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন। রাসূল (সা.) নিজে লিখতে পারতেন না। তাই, নিশ্চয় তিনি অন্য একজন সাহাবী দ্বারা চিঠিটা লিখিয়েছিলেন। অর্থাৎ কমপক্ষে দু'জন সাহাবী (যিনি লিখেছিলেন এবং যার কাছে লেখা হয়েছিল) অবশ্যই হাদীসটা জানতেন। আর বক্তব্যটা লেখা ছিলো। তাই ঐ বক্তব্যকে রাসূল (সা.)-এর বক্তব্য এবং তাতে কোনো কম-বেশি না হওয়ার ব্যাপারে ঐ দু'জন সাহাবীর কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, হাদীসটি ঐ দু'জন সাহাবীর কেউই বর্ণনা করেননি। বর্ণনা করেছেন সাহাবায়ে কিরামের ৩ প্রজন্মের (Generation) পরের এক ব্যক্তি। এমন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধান যদি রাসূল (সা.)- এর লেখা কোনো চিঠিতে থাকত তবে সেই চিঠি লেখা বা পড়া সত্ত্বেও দু'জন সাহাবীর কেউ তা প্রকাশ করলেন না, এটা গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও হাদীসটি রাসূল (সা.)- এর হাদীস হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

দৃষ্টিকোণ-৩

☐ হাদীসটির ব্যাপারে মনীষীদের বক্তব্য

১. ইমাম আব্দুল মালেক (মুয়াত্তা) হাদীসখানিকে সহীহ বলেছেন

২. মুহাদ্দিস আবু দাউদ হাদীসটিকে মুরছাল বলেছেন। মুরছাল বলা হয় সে হাদীসকে যেখানে বর্ণনাকারীগণের মধ্যে সাহাবীর নাম উল্লেখ নাই। মুরসাল হাদীস হতে বিধান বানানো হাদীস শাস্ত্রে নিষেধ

৩. বিখ্যাত তাফসীরকারক ইবনে কাসীর বলেছেন- 'রেওয়ায়েতটির বহু সনদ রয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন'। ইবনে কাসীর (রহ.) এর এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, হাদীসটির সবগুলো বর্ণনাই সন্দেহজনক।

তাই, অন্তত দু'জন মণীষীর মতে হাদীসখানি গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ ধরা হলেও হাদীসখানির যে ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবেনা ও হবে

চলুন তর্কের খাতিরে হাদীসটিকে সহীহ ধরলেও তার কোনো বক্তব্যটি গ্রহণযোগ্য হবে আর কোনটি হবেনা সেটি পর্যালোচনা করা যাক।

হাদীসটি পবিত্রতার দৃষ্টিকোণ থেকে অনির্দিষ্ট (عام)। তাই এ থেকে তিন ধরনের বিধান বের করা যেতে পারে-

- ওজু না থাকা ব্যক্তির কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ
- গোসল ফরজ থাকা ব্যক্তির কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ
- কাফির ও মুশরিকদের (মানসিক অপবিত্র) কুরআন ধরে পড়া নিষেধ।

চলুন আমরা পর্যালোচনা করি এ তিনটি বিধানের কোনোটি ইসলামে গ্রহণযোগ্য হতে পারে আর কোনটি হতে পারেনা-

১. ওজু না থাকা ব্যক্তির কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ

- কুরআনে এ বিধানটির পক্ষে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা ইঙ্গিতেও কোনো বক্তব্য নেই
- বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী পরোক্ষভাবে কুরআন বিরুদ্ধ
- ১, ২ ও ৩ নং হাদীস তিনটার বিরুদ্ধ
- বর্তমান হাদীসটি বিধানটিকে সমর্থন করে। কিন্তু ১ ও ২নং হাদীসদু'খানি এ হাদীসখানির চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী হওয়ায় আলোচ্য হাদীসখানির ব্যাখ্যার এ অংশকে রহিত করে দিবে। আর ১ ও ২নং হাদীসদু'খানি অনেক বেশী শক্তিশালী হওয়ার কারণ হলো-

  ক. ১ ও ২নং হাদীসদু'খানির বক্তব্য কুরআনের তথ্যের অনুরূপ

খ. ১ নং হাদীসখানিতে স্পর্শ করা কথাটি পরোক্ষভাবে আসলেও ওজু কথাটি প্রত্যক্ষভাবে এসেছে

গ. বর্তমান হাদীসটি পবিত্রতার দৃষ্টিকোণ থেকে অনির্দিষ্ট।

✪✪ তাই এ বিধানটি কোনোভাবেই ইসলামে গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।

২. গোসল ফরজ থাকা ব্যক্তির কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ

- Common sense সিদ্ধ। কারণ- এ বিধান অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শের ব্যাপারে অন্য গ্রন্থ ও কুরআনের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখে
- কুরআন বিরুদ্ধ নয়। কারণ, কুরআনে এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য নেই
- ৩, ৪ ও ৫ নং হাদীস তিনটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ বিধানের পক্ষে
- বর্তমান হাদীসটিও এর পক্ষে। কারণ, অপবিত্র কথাটার মধ্যে গোসল ফরজ অবস্থাটাও অন্তর্ভুক্ত।

✪✪ তাই এ বিধানটি ইসলামে গ্রহণযোগ্য হবে।

৩. কাফির-মুশরিক (মানসিক অপবিত্র) ব্যক্তির কুরআন ধরে পড়া নিষেধ

- কুরআন, হাদীস ও Common sense অনুযায়ী, কাফির-মুশরিক তথা মানসিক অপবিত্র ব্যক্তিদের জ্ঞান অর্জন করার জন্য কুরআন ধরে পড়তে নিষেধ নেই। আর তাদের উপর ওজু-গোসলেরও কোনো শর্ত নেই। এ বিষয়ে আলোচনা পরে আসছে
- বর্তমান হাদীসটি এর পক্ষে হলেও হাদীসটি বক্তব্য অনির্দিষ্ট

✪✪ তাই এ বিধানটিও গ্রহণযোগ্য নয়।

অমুসলিমদের কুরআন পড়তে পারা বা পড়তে দেয়ার বিষয়ে ইসলাম

প্রচলিত ধারণা হলো পড়ার জন্য অমুলিমদের কুরআন পড়া বা তাদের হাতে পড়ার জন্য কুরআন তুলে দেয়া নিষেধ। চলুন এখন এ বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক।

Common sense

অবস্থা-১

☐ অমুসলিম ব্যক্তির দ্বারা কুরআনের অমর্যাদা হওয়া সম্ভাবনা থাকলে বিধান

যদি বুঝা যায় কোনো অমুসলিম হাতে পেলে কুরআনকে অমর্যাদা করতে পারে তবে Common sense অতি সহজ বোধগম্য রায় হবে- সকল মু'মিনের সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে তাকে কুরআন ধরা থেকে দূরে রাখার জন্য।

অবস্থা-২

❑ অমুসলিম ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন পড়তে চাইলে বিধান

ইসলাম চায় সকল অমুসলিম ইসলামের ছায়াতলে এসে দুনিয়া ও পরকালে সফলকাম হোক। অন্যদিকে ইসলামের ছায়াতলে আসতে হলে অমুসলিম ব্যক্তিকে প্রথমে জানার মাধ্যমে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে হবে। কাউকে ইসলাম জানানো ও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার সর্বোত্তম উপায় হলো তাকে কুরআন পড়তে দেয়া। কারণ, কুরআনই হলো পৃথিবীতে উপস্থিত থাকা ইসলামী জ্ঞানের একমাত্র নির্ভুল উৎস। আর কুরআনের বিশেষ একটি মুজেজা হলো মনযোগ দিয়ে পড়লে মানুষ অভিভূত, মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়। তাইতো মক্কার কাফিররা, রাসূল (সা.)-এর কুরআন পাঠ যাতে মানুষ শুনতে না পারে তার জন্য সবধরণের ব্যবস্থা নিত।

অন্যদিকে, কোনো মানুষ নিজ ইচ্ছায় অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করেনি। আল্লাহই তাকে সেখানে পাঠিয়েছেন। আর নানা কারণে অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তির কুরআন পড়ার সুযোগ পাওয়া অতীব দুরুহ এক বিষয়। তাই, Common sense অনুযায়ী একজন অমুসলিম ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন পড়তে চাইলে তার হাতে কুরআন তুলে দেয়া একজনের মুসলিমের জন্য শুধু উচিৎই নয় কর্তব্যও বটে।

♣♣ তাই, ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা বা চলমানচিত্র অনুযায়ী ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো-

- কোনো অমুসলিম হাতে পেলে কুরআনকে অমর্যাদা করতে পারে মনে হলে সকল মু'মিনের সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে তাকে কুরআন ধরা থেকে দূরে রাখার জন্য
- জ্ঞান অর্জনের জন্য অমুসলিমদের কুরআন পড়া বা পড়ার জন্য তাদের হাতে মুসলিমদের কুরআন উঠিয়ে দিতে নিষেধ নাই।

আল কুরআন

পড়ার জন্য অমুসলিমদের হাতে কুরআন তুলে দেয়া যাবে কি যাবেনা এ বিষয়ে কুরআনে সরাসরি কোনো বক্তব্য নেই। তবে কুরআন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সালাতের আগে ওজু-গোসল করার আদেশসহ অসংখ্য আমলের আদেশ দিতে যেয়ে মহান আল্লাহ 'হে যারা ঈমান এনেছো' বলে বক্তব্য শুরু করেছেন। যেমন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ........

অনুবাদ: হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দাড়াবার প্রস্তুতি নিবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করো ও পদযুগল গোড়ালী পর্যন্ত (ধৌত করবে); যদি তোমরা (স্ত্রী সহবাসের কারণে) অপবিত্র অবস্থায় থাক তবে (গোসল করে) পবিত্র হবে। ... ...

(মায়েদা/৫ : ৬)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ........

অনুবাদ: হে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার এবং যদি তোমরা পথচারী না হও তবে অপবিত্র (গোসল ফরজ) অবস্থাতে সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল করো। ... ...

(নিসা/৪ : ৪৩)

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

অনুবাদ: হে মু'মিনগণ তোমাদের জন্য সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যেমন তা ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য, যাতে তোমরা (বিশেষ ধরণের) আল্লাহ সচেতনতা অর্জন করতে পার।

(বাকারা/২ : ১৮৩)

ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল 'কুরআন পড়ার' আদেশ দিতে যেয়ে মহান আল্লাহ 'হে যারা ঈমান এনেছো' বলে বক্তব্য শুরু করেননি। তিনি শুরু করেছেন এভাবে-

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ .

অনুবাদ: পড় (জ্ঞান অর্জন করো) তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

(আলাক/৯৬ : ১-৫)

♣♣ কুরআনের আদেশ উপস্থাপন পদ্ধতির এ পার্থক্য থেকে ধারণা করা যায় যে- মহান আল্লাহ কুরআন পড়া শুরু করার ব্যাপারে ঈমান আনা তথা মানসিক পবিত্রতার পূর্বশর্ত রাখতে চাননি। আর ইসলামের ধর্মীয় বিধান অমুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাই, অমুসলিমরা জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন ধরে পড়া বা জ্ঞান অর্জনের জন্য তাদের হাতে কুরআন তুলে দেয়া, কুরআন অনুযায়ী নিষেধ না হওয়ার কথা।

♣♣ যেহেতু কুরআনের তথ্যের মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব নয় তাই, ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা বা চলমানচিত্র অনুযায়ী এখন আমাদের হাদীস পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করতে হবে।

আল হাদীস

হদীস-১

আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ: বুখারী, হাদিস নং ৭ এ দেখা যায় রাসূল (সা:) রোমের বাদশাহ্ কাইজার হেরাক্লিয়াসকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তাতে কুরআন মজিদের এ আয়াতটি লেখা ছিল-

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

(আলে ইমরান/৩ : ৬৪)

ব্যাখ্যা: হেরাক্লিয়াসকে চিঠিটা ধরে পড়ার জন্যে রাসূল (সা.) দিয়েছিলেন। অন্যান্য কাফের বা মুশরিক নেতার কাছেও রাসূল (সা.) কুরআনের আয়াত লেখা চিঠি দিয়েছেন। তাই, রাসূলের (সা.)-এর ফে'য়লী হাদীস থেকে বুঝা যায়- কাফের বা মুশরিকদের অর্থাৎ মানসিক দিক দিয়ে অপবিত্র ব্যক্তিদের হাতে কুরআন ধরে পড়ার জন্য তুলে দেয়া নিষেধ নয়।

হাদীস-২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ.

অনুবাদ: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, একবার আমার সঙ্গে রাসূলুল্লাহের (সা.)-এর সাক্ষাৎ হলো। আমি তখন বীর্যপাতের দরুন নাপাক ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমি তাঁর সহিত চলতে থাকলাম যে পর্যন্ত না তিনি বসলেন। তখন আমি চুপি চুপি সরে পড়লাম এবং ঠিকানায় এসে গোসল করলাম। এরপর আবারও তাঁর নিকট গেলাম। তখনও তিনি তথায় বসে ছিলেন। তিনি বললেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলে আবু হুরায়রা? আমি তাঁকে ব্যাপারটা বললাম। তিনি (আশ্চর্য হয়ে) বললেন, সুবহানাল্লাহ! মু'মিন অপবিত্র (নাজাস) হয়না।
(আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ: বুখারী, হাদিস নং ১২৮১ ; মুসলিম, হাদীস নং ৪৬৭২)

ব্যাখ্যা: বীর্যপাতের দরুন আবু হুরায়রা (রা.) বড় অপবিত্রতার অবস্থায় ছিলেন। তাই রাসূল (সা.) হাত ধরাতে তিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন। এ কারণে সুযোগ মতো সরে পড়ে আবু হুরায়রা (রা.) গোসল করে আসেন। কারণ, তিনি জানতেন বড় অপবিত্রতার অবস্থায় গোসল না করলে পাক-পবিত্র হওয়া যায় না। ব্যাপারটা জানতে পেরে রাসূল (সা.) বললেন, মু'মিন অপবিত্র (নাজাস) হয়না। মু'মিন শারীরিক দিক দিয়ে অবশ্যই অপবিত্র হয়। তাই রাসূল (সা.) এখানে বলেছেন, মু'মিন মানসিক অর্থাৎ বিশ্বাসগত দিক দিয়ে অপবিত্র হয়না। রাসূল (সা.) এর এ কথাটি আল কুরআনের সূরা তওবার ২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা বলা চলে। সেখানে আল্লাহ বলেছেন-

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ.

অনুবাদ: মুশরেক লোকেরা অপবিত্র।

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন মুশরেকরা মানসিক দিক দিয়ে সকল সময় অপবিত্র।

তাই, আলোচ্য হাদীস এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত থেকে নি:সন্দেহে বুঝা যায়-

- মু'মিন শারীরিক দিয়ে অপবিত্র হলেও মানসিক দিক দিয়ে পবিত্র থাকে
- কাফির ও মুশরিক ওজু বা গোসল করলেও মানসিক দিক দিয়ে অপবিত্র থাকে।

ওমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা থেকে শিক্ষা

ওমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটাকে অনেকেই বে-ওজু কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ কথাটার পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেন। তাই ঘটনাটা নিয়েও একটু বিস্তারিত আলোচনা দরকার। আর সে আলোচনা থেকে সহজে বুঝা যাবে ঘটনাটা ওজু ছাড়া অমুসলিম বা মুসলিমদের কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ- কথাটার বিপক্ষে না পক্ষে।

ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করার আগে যে তথ্যগুলো জানা দরকার তা হলো-

- ঘটনাটি কোনো হাদীস নয়, একটা ঘটনামাত্র
- ইসলামের সকল বিধানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense
- কোনো ঘটনা বা তার ব্যাখ্যা যদি কুরআন বা নির্ভুল হাদীসের কোনো বক্তব্যের বিরোধী হয়, তবে সে ঘটনা বা বাখ্যার ইসলামে কোনো মূল্য নেই।

তাই হযরত ওমরের (রা.) ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ব্যাখ্যা করে যদি অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়া বা স্পর্শ করার ব্যাপারে কোনো তথ্য বের করা হয় এবং তা যদি ইসলামী জীবন বিধানে গ্রহণযোগ্য হতে হয়, তবে সে তথ্যকে অবশ্যই কুরআন ও নির্ভুল হাদীসের ঐ বিষয়ের তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে।

সীরাতে ইবনে হিশামে হযরত ওমরের (রা.) ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখান থেকে পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত অংশটুকু হুবহু রেখে ঘটনাটি সংক্ষিপ্তভাবে প্রথমে উল্লেখ করা হলো।

মক্কার কাফিরদের সঙ্গে পরামর্শ করে ওমর রাসূল (সা.) কে হত্যার উদ্দেশ্যে খোলা তরবারী নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। পথে তিনি জানতে পেলেন, তাঁর বোন ও ভগ্নিপতি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাই প্রথমে বোন-ভগ্নিপতিকে হত্যা করার জন্যে ওমর তাদের বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলেন। খাব্বাব (রা.) তখন ওমরের ভগ্নি ফাতেমা (রা.) ও তাঁর স্বামীকে সূরা ত্বাহার অংশবিশেষ পড়ানোর মাধ্যমে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন।

ওমরের আগমন টের পেয়ে খাব্বাব (রা.) অন্য একটা কক্ষে লুকান এবং ফাতেমা (রা.) কুরআনের আয়াত লেখা জিনিসটি লুকিয়ে ফেলেন। ওমর গৃহে প্রবেশের সময় শুনেছিলেন, খাব্বাব (রা.) কুরআন পড়ে তাদের দু'জনকে শুনাচ্ছেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করেই বললেন, তোমরা কী যেন পড়ছিলে শুনলাম। সাইদ (রা.) (ভগ্নিপতি) ও ফাতেমা (রা.) উভয়েই বললেন- তুমি কিছুই শোননি। ওমর বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি শুনেছি তোমরা মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করেছ এবং তা অনুসরণ করে চলেছ। এ কথা বলেই ওমর ভগ্নিপতি সাইদকে (রা.) একটা চড় বসিয়ে দিলেন। ফাতিমা (রা.) তাঁর স্বামীকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে গেলে ওমর ফাতেমা (রা.) কে এমন জোরে আঘাত করলেন যে, তিনি আহত হলেন। ওমরের এই বেপরোয়া আচরণ দেখে তারা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। এখন আপনি যা খুশি করতে পারেন। ওমর (নিজের বোনের গায়ে রক্ত দেখে অনুতপ্ত হলেন।

অত:পর অনুশোচনার সুরে বোনকে বললেন, আচ্ছা, তোমরা যে বইটা পড়ছিলে, সেটা আমাকে দাওতো। আমি একটু পড়ে দেখি, মুহাম্মাদ কী বাণী প্রচার করে। ফাতেমা (রা.) তখন বললেন, আমার আশঙ্কা হয় বইটা দিলে আপনি তা নষ্ট (অপমান) করবেন। উত্তরে ওমর দেবদেবীর শপথ করে বললেন, তুমি ভয় পেয়ো না, আমি পড়ে অবশ্যই তা ফিরিয়ে দেব। এ কথা শুনে বোনের মনে আশার সঞ্চার হলো যে, তিনি হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবেন। তাই তিনি বললেন, ভাইজান আপনি মুশরিক হওয়ার কারণে অপবিত্র। অথচ এই বই স্পর্শ করতে হলে পবিত্রতা অর্জন করা প্রয়োজন।

ওমর তৎক্ষণাৎ গোসল করে পবিত্র হয়ে আসলেন। ফাতেমা (রা.) তখন কুরআনের আয়াত লেখা থাকা জিনিসটি তাঁর হাতে দিলেন। খুলেই যে অংশটি পেলেন তা হচ্ছে সূরা ত্বাহা। প্রথম থেকে কিছুটা পড়েই বললেন, কী সুন্দর কথা! কী মহান বাণী! আড়াল থেকে এ কথা শুনে খাব্বাব (রা.) বের হয়ে এসে বললেন, ওমর, আমার মনে হয় আল্লাহ তাঁর নবীর দোয়া কবুল করে তোমাকে ইসলামের জন্যে মনোনীত করেছেন। গতকাল তিনি দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ, আবুল হাকাম ইবনে হিশাম অথবা ওমর ইবনুল খাত্তাবের দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করো। হে ওমর, তুমি আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও, তুমি আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও!

ওমর তখন বললেন, হে খাব্বাব, আমাকে মুহাম্মাদের সন্ধান দাও। আমি তাঁর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করি। এরপর ওমর রাসূল (সা.) এর অবস্থান জেনে নিয়ে সেখানে গিয়ে কালেমা তাইয়্যেবা মুখে পড়ে অর্থাৎ প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। রাসূল (সা.) কালেমা তাইয়্যেবা পড়ানোর আগে তাঁকে গোসল বা ওজু কোনোটাই করাননি।

ঘটনাটির ব্যাখ্যা

রাগান্বিত ও কাফির ওমর কুরআনের আয়াত লেখা কাগজটি পড়তে চাইলে তাঁর বোন ফাতেমা (রা.) তা দিতে সরাসরি অস্বীকার না করে বলেন- আমার ভয় হয় লেখাটি দিলে আপনি তা নষ্ট করে ফেলবেন (কুরআনের আয়াতকে অপমান করবেন)। পরে ফাতেমা (রা.) তাঁর ভাইকে কুরআনের আয়াত ধরে পড়তে দিয়েছিলেন। তবে তা দিয়েছিলেন এটি নিশ্চিত হওয়ার পর যে, কাফের ওমর কুরআনকে অপমান করবেনা।

এ ঘটনা ঘটার সময় পর্যন্ত ওজু-গোসলের আয়াত নাযিল হয়নি। ফাতিমা (রা.) ওজু-গোসলের ফরজ অবশ্যই জানতেন না। অন্যদিকে গোসল করলে রাগ কমে এটি ফাতিমা (রা.)-এর জানা ছিল। তাই, সহজে বলা যায়- ফাতেমা (রা.)

কর্তৃক কাফের ওমরকে গোসল করে আসতে বলার উদ্দেশ্য ছিল ভাইকে পাক-পবিত্র করা নয় বরং ভাইয়ের রাগ কমানো।

তাই, ওমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা থেকে শিক্ষা হলো-

- কোনো অমুসলিম কুরআনকে হাতে পেয়ে অপমান করতে পারে বলে মনে হলে প্রত্যেক মু'মিনকে চেষ্টা করতে হবে সে যেন কুরআন ধরতে না পারে
- আগ্রহ করে পড়তে চাইলে অমুসলিমদের কুরআন ধরা বা পড়তে দেয়া নিষেধ নয়।

♣♣ তাহলে দেখা যায়, অমুসলিমদের কুরআন পড়তে দেয়ার বিষয়ে Common sense-এর রায়কে হাদীস সরাসরিভাবে সমর্থন করে। তাই, ২১পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা বা চলমানচিত্র অনুযায়ী অমুসলিমদের কুরআন পড়তে দেয়ার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো-

১. যদি বুঝা যায় কোনো অমুসলিম কুরআন হাতে পেলে অমর্যাদা করতে পারে তবে সকল মু'মিনকে সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে তাকে কুরআন ধরা থেকে দূরে রাখার জন্য
২. একজন অমুসলিম ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন পড়তে চাইলে তার হাতে কুরআন তুলে দেয়া একজনের মুসলিমের জন্য শুধু উচিতই নয় কর্তব্যও বটে।

ওজুসহ কুরআন ধরে পড়ার নেকী এবং ওজু না থাকায় কুরআন ধরে পড়া থেকে বিরত থাকার গুনাহর মাত্রা

সকল সময় ওজু অবস্থায় থাকা একটি মুস্তাহাব কাজ। তাই ওজুসহ কুরআন ধরে পড়লে ওজুর সওয়াব যোগ হওয়ার কারণে সওয়াব বেশি হবে। অন্যদিকে ইচ্ছা করছে এবং সময়ও আছে কিন্তু ওজু না থাকায় কুরআন ধরে পড়া থেকে বিরত থাকলে গুনাহ হবে। কারণ, কুরআন ধরে পড়ার জন্য ওজু কোনো শর্ত নয়। আর এ গুনাহর মাত্রা হবে টুপি না থাকার কারণে সালাত না পড়ার গুনাহর মাত্রার সমান। টুপি মাথায় দেয়া সালাত কবুল হওয়ার কোনো বড় শর্ত নয়। তাই, টুপি না থাকার কারণে সালাত না পড়লে কবীরা গুনাহ হয়।

ফরজ গোসল অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা বা পড়ার গুনাহর মাত্রা

'ফরজ গোসল অবস্থায় কুরআন পড়া বা স্পর্শ করা নিষেধ' কথাটা কুরআনে নেই কিন্তু হাদীসে আছে। তাই এটা ইসলামের বিষয়। কিন্তু এটা অমৌলিক বিষয়।

নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে ইসলামের বিধান হচ্ছে-

- সমান গুরুত্ব ও পরিমাণের ওজর অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে কোনো গুনাহ্ হয়না। অর্থাৎ মৌলিক নিষিদ্ধ কাজ করার সময় প্রচণ্ড এবং অমৌলিক নিষিদ্ধ কাজ করার সময় অল্প গুরুত্ব ও পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে গুনাহ্ হয়না।
- কোনো রকম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া অর্থাৎ খুশি মনে বা ঘৃণাসহকারে একটি অমৌলিক আমলও কেউ না করলে কুফরীর গুনাহ্ হবে।

সুতরাং গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়লে বা স্পর্শ করলে-

- গুনাহ্ হবেনা যদি ছোট গুরুত্বের ওজর, এবং অল্প পরিমাণের অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকে
- কোনো রকম ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া অর্থাৎ খুশি মনে বা ঘৃণাসহকারে তা করলে কুফরীর গুনাহ্ হবে।

যেমন ধরুন একজন ছাত্রীর কুরআনের পরীক্ষার আগে মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হলো। তার ঋতুস্রাব যদি ৫ দিন চলে আর ঐ ৫ দিন যদি সে কুরআন ধরে পড়তে না পারে তবে তার ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে। এ জন্যে মাসিক চলা অবস্থায় তার কুরআন ধরে পড়লে গুনাহ্ হবেনা।

অপবিত্র অবস্থায় কুরআন ধরা বা পড়ার ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

এ পর্যায়ে এসে চূড়ান্তভাবে বলা যায় যে-

১. ওজু ছাড়া কুরআন পড়া, পড়ানো, ধরা, স্পর্শ করা ও শোনা নিষেধ বা গুনাহ্ নয়

২. গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন পড়া, পড়ানো, ধরা ও স্পর্শ করা নিষেধ কিন্তু শোনা নিষেধ নয়

৩. ওজুসহ কুরআন পড়লে, পড়ালে বা স্পর্শ করলে, ওজুর সওয়াব যোগ হওয়ার জন্যে সওয়াব বেশি হবে

৪. ইচ্ছা করছে এবং সময়ও আছে কিন্তু ওজু না থাকার কারণে কুরআন ধরে পড়া থেকে বিরত থাকলে বড় গুনাহ্ হবে

৫. অমুসলিমরা জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন পড়তে চাইলে আগ্রহ সহকারে কুরআন তাদের হাতে তুলে দিতে হবে

৬. যদি বুঝা যায়, কোনো অমুসলিম কুরআনকে অপমান করতে পারে তবে সে যাতে কুরআন ধরতে না পারে সে ব্যাপারে সব ধরনের ব্যবস্থা নেয়া মুসলিমদের ঈমানী দায়িত্ব।

শেষ কথা

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে ব্যক্তিগত কোনো মতামত আপনাদের উপর চাপিয়ে দেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই। আর সিদ্ধান্ত দেয়ার কোনো অবস্থানেও আমি নই। বিষয়টির ব্যাপারে কুরআন, হাদীস ও Common sense এর যে তথ্যগুলো আমি পেয়েছি, জাতির অপরিসীম কল্যাণ হবে ভেবেই তা ব্যাখ্যাসহকারে উপস্থাপন করেছি। আর এ কাজ করার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহ প্রতিটি মুসলিমকে নির্দেশ দিয়েছে। আশা করি তথ্যগুলো জানার পর বিবেকবান এবং বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন না এমন যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছা মোটেই কঠিন হবেনা। আর যারা সিদ্ধান্ত দেয়ার অবস্থানে আছেন তাদের নিকট আমার আকুল আবেদন, উপস্থাপিত তথ্য ও ব্যাখ্যাগুলো সামনে রেখে বিষয়টি নিয়ে আপনারা আবার একটু ভাবুন এবং এই দুর্ভাগা জাতিকে দিক-নির্দেশনা দিন।

ইবলিস শয়তান তার এক নম্বর কাজে (কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা) সফল হওয়ার জন্যে সর্বোতভাবে চেষ্টা করবে সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলিম জাতি যদি ইসলাম বিরুদ্ধ কথাকে ধরে ফেলার জন্যে তাদের সবার মধ্যে মহান আল্লাহ Common sense নামের যে দারোয়ানটি দিয়েছেন সেটাকে যথাস্থানে রাখতে এবং যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারে, তবে ইবলিসের পক্ষে ইসলাম বিরুদ্ধ কথা মুসলিম সমাজে ঢুকানো অসম্ভব হয়ে যাবে।

আসুন কায়মনোবাক্যে রাব্বুল আলামিনের নিকট দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের সবাইকে ক্ষমতা এবং সুযোগ দেন, কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যে সকল কুরআন-সুন্নাহ বিরুদ্ধ কথা মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে, সেগুলো শনাক্ত করা এবং তার প্রতিকারের জন্যে কার্যকরভাবে এগিয়ে আসার। আমিন! ছুম্মা আমিন!

পরিশেষে সবার নিকট আবেদন, পুস্তিকায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে আমাকে দয়া করে জানাবেন। সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ। আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি।

আল্লাহ হাফিজ

লেখকের বইসমূহঃ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারাণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও Common sense ব্যবহারের নীতিমালা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. 'ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াত দ্বারা কবীরাহ গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড় গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে

৩১. ‘আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে’ কথাটি কি সঠিক?

৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা

৩৩. ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করা মুসলিম জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কী?

৩৪. কুরআনের সরল অর্থ জানা ও সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামার, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)

২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)

৩. শতবার্তা
(পকেট কনিকা, যাতে আছে উপরোল্লিখিত ৩৪টি বইয়ের মূল শিক্ষাসমূহ)

৪. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)

৫. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থানঃ

☐ কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১,শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
ফোন: ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

☐ দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল
৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
ফোন: ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরীগুলোতে পাওয়া যায়-

ঢাকা

☐ **আহসান পাবলিকেশন্স,** কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
মোবাইল: ০১৬৭৪৯১৬৬২৮

☐ **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড স্টেশনারি,** ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা), সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা, মোবা: ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮

☐ **প্রফেসর’স বুক কর্ণার ,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,
মোবা: ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

☐ **কাটাবন বুক কর্ণার,** কাটাবন মোড়, শাহাবাগ, মোবা: ০১৯১৮৮০০৮৪৯

☐ সালেহীন প্রকাশনী, ১৪-এ/৫, শহীদ সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা,
মোবা: ০১৭২৪৭৬৬৬৩৫

☐ **সানজানা লাইব্রেরী**, ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
মোবা: ০১৮২৯৯৯৩৫১২

☐ **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০,
ঢাকা, মোবা: ০১৭১১২৬২৫৯৬

☐ **আল ফারুক লাইব্রেরী,** হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী,
মোবা: ০১৭২৩২৩৩৩৪৩

☐ **মিল্লাত লাইব্রেরী,** তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর
মোবাইল: ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬

☐ **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়নগঞ্জ
মোবা: ০১৯১৫০১৯০৫৬

☐ **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার,
মোবা: ০১৭২৮১১২২০০

☐ **জামির কোচিং সেন্টার**, ১৭/বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা।
মোবাইল:০১৯৭৩৬৯২৬৪৭

☐ **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, মোবাইল: ০১৯৮১৪৬৮০৫৩

☐ **বিশ্বাস লাইব্রেরী,** ৮/৯ বনশ্রী (মসজিদ মার্কেট) আইডিয়াল স্কুলের পাশে

☐ **Good World লাইব্রেরী,** ৪০৭/এ খিলগাও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯
মোবাইল:০১৮৪৫৩২০৯৩৮

☐ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, ষ্টেশন রোড, নরসিংদী
মোবাইল:০১৯১৩১৮৮৯০২

☐ **প্রফেসর’স পাবলিকেশন’স**, ওয়্যারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭১১১৮৫৮৬

চট্টগ্রাম

☐ **আজাদ বুকস্,** ১৯, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
মোবা: ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩

☐ **নোয়া ফার্মা,** নোয়াখালী, ০১৭১৬২৬৭২২৪

☐ **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড ষ্টেশনারী**, ষ্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী,
মোবাইল: ০১৮১৮১৭৭৩১৮

☐ **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া**, মিজান রোড, ফেনী
মোবাইল: ০১৮১৯৬০৭১৭০

☐ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা,
মোবাইল: ০১৭২০৫৭৯৩৭৪

☐ **ফয়জিয়া লাইব্রেরী**, সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি,কুমিল্লা,
মোবাইল: ০১৭১৫৯৮৮৯০৯

খুলনা

☐ **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা।
মোবাইল: ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩

☐ **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা
মোবাইল: ০১৭১১-২১৭২৮৮

☐ **হেলাল বুক ডিপো**, ভৈরব চত্ত্বর, দড়াটানা, যশোর।
মোবাইল: ০১৭১১-৩২৪৭৮২

☐ **এটসেটেরা বুক ব্যাংক,** মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ।
মোবাইল: ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯

☐ **আরাফাত লাইব্রেরী**, মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া
মোবাইল: ০১৭১২-০৬৩২১৮

সিলেট

☐ **বুক হিল,** রাজা ম্যানশন,নিচতলা, জিন্দা বাজার, ঢাকা
মোবাইল: ০১৯৩৭৭০০৩১৭

☐ **সুলতানিয়া লাইব্রেরী**, টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭৮০৮৩১২০৯

☐ **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড ষ্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ
মোবাইল: ০১৭২৫৭২৭০৭৮

☐ **কুদরতিয়া লাইব্রেরী**, সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার, মৌলভীবাজার,
মোবা: ০১৭১৬৭৪৯৮০০

রাজশাহী

☐ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী
মোবা: ০১৫৫৪৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫০৯৪০৭৭

☐ **আদর্শ লাইব্রেরী**, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা: ০১৭১৮৪০৮২৬৯

☐ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর
মোবাইল ০১৯২৬১৭৫২৯৭
